

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন



সৌদিতে দুই বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

বিচার-প্রক্রিয়া নিয়ে ধোঁয়াশা



বাসির ও সুইটি আক্তার সিথি বলে উল্লেখ করা হয়। তবে বিবৃতিতে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তথ্য তথা- কী ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড কিংবা মক্কার কোন মসজিদে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা জানানো হয়নি। তাই মৃত্যুদণ্ডের সংবাদ নিয়ে ধুমজাল সৃষ্টি হয়েছে।

সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন এবং অন্যের সম্মানহানিকর অপরাধের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশটির নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে।

গোপনীয় নথিতে যা উঠে এসেছে

সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশি পৃথক অভিযোগে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে সৌদি আরবের কারাগারে আটক

- অন্ধকারে ছিলো বাংলাদেশ
- গুজবে সয়লাব সোশ্যাল মিডিয়া
- গোপনীয় নথিতে যা উঠে এসেছে
- অনৈতিক কাণ্ড কী, কোথায় ঘটেছিলো?
- ১৬ বছরে ১৯ বাংলাদেশীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর
- কবে আসবে মরদেহ

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৩ : সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কার একটি মসজিদ কমপ্লেক্সে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ১৪

অক্টোবর বুধবার তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে দুই বাংলাদেশীর নাম নাজরুল ইসলাম আবদুল

ছিলেন। সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেলের শ্রম কল্যাণ উইং থেকে ১৮ অক্টোবর -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

সোমালীয় শিশু শরণার্থী থেকে ব্রিটিশ এমপি

ইতিহাস গড়লেন সাগাল আবদি



ফয়সল মাহমুদ

১৯৯০ সালে মাত্র সাত বছর বয়সে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া থেকে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। উদ্দেশ্য ছিল একটাই-বেঁচে থাকা এবং নিরাপদে জীবনযাপনের সুযোগ খুঁজে পাওয়া। সময়ের ব্যবধানে সেই শিশু শরণার্থীই আজ গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে এমপি নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তিনি সাগাল আবদি-ওয়ালি। শুধু সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়াই নয়, তাঁর এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুক্ত হয়েছে একাধিক ঐতিহাসিক অর্জন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগের পর গত ৮ অক্টোবর হোলবর্ন অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাস আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেন্ট্রাল লন্ডনের এই আসনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোচনা, বিতর্ক ও রাজনৈতিক সমালোচনার সৃষ্টি হয়। নির্বাচনী প্রচারণায় বিভিন্ন দলের অবস্থান, অভিবাসন, পরিচয়, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সব রাজনৈতিক বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রিন পার্টির নেতা জ্যাক পোলানস্কিকে পরাজিত করে জয়ী হন লেবার -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

কেয়ারাস অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

- বিস্তারিত ১২-১৩ পৃষ্ঠায়

ফের চালু হচ্ছে ডিভি লটারি

বাংলাদেশিরা কি আবেদন করতে পারবেন?

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : দীর্ঘ বিরতির পর আবারও চালু হতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের বহুল আলোচিত ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা (ডিভি) লটারি। ট্রান্সপ্রেন্সাসনের ডিভি লটারি বন্ধের সিদ্ধান্তের

বিরুদ্ধে করা মামলায় গত সোমবার (১৯ অক্টোবর) দেশটির একটি ফেডারেল আদালত এ কর্মসূচি পুনরায় চালুর পক্ষে রায় দিয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

ইউকের ১২ বিমানবন্দরে আসছে নতুন প্রযুক্তি

চেহারা দেখেই পার হওয়া যাবে গেট

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: যুক্তরাজ্যে প্রবেশের সময় যোগ্য যাত্রীদের আর ই-গেটের রিডারে পাসপোর্ট রাখতে হবে না। ক্যামেরায় তোলা মুখের ছবি দিয়ে পরিচয় যাচাইয়ের নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে দেশটির বর্ডার ফোর্স। গত ৬ অক্টোবর ইস্ট মিডল্যান্ডস বিমানবন্দরে শুরু হওয়া এই সুবিধা পর্যায়ক্রমে মোট ১৩টি বিমানবন্দরে সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে শুধু ব্রিটিশ নাগরিকেরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন।

ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বর্ডার ফোর্সের তথ্য অনুযায়ী, যাত্রী

ই-গেটের সামনে গেলে ক্যামেরা তাঁর মুখের ছবি তুলবে। সেই ছবি আগে থেকে যাচাই করা ইমিগ্রেশন, ভ্রমণ ও পাসপোর্টের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনীয় যাচাই সফলভাবে শেষ হলে গেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে।

তবে এই সুবিধা চালুর অর্থ পাসপোর্ট ছাড়া ভ্রমণের অনুমতি নয়। যাত্রীদের অবশ্যই বৈধ পাসপোর্ট সঙ্গে রাখতে হবে। মুখের ছবি দিয়ে যাচাই সম্পন্ন না হলে বা বাড়তি পরীক্ষা প্রয়োজন হলে রিডারে পাসপোর্ট রাখতে বলা হবে। -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

হাউজ অব কমন্সে সংবাদ সম্মেলন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বার্মিংহামে বিজনেট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডস ১৫ এপ্রিল

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবসাসহ নানা ক্ষেত্রে সফল প্রবাসীদের খুঁজে বের করে সম্মাননা প্রদান এবং তাঁদের সাফল্য আন্তর্জাতিক পরিসরে

আয়োজন করা হয়েছে। এবারই প্রথমবারের মতো আয়োজনটির সঙ্গে সহযোগী হিসেবে যুক্ত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংগঠন কমনওয়েলথ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল।

প্রধান মিডিয়া পার্টনার বি অন টিভি ইউকের প্রধান নির্বাহী কাউন্সিলর আব্দুল এম চৌধুরী সুমন। আয়োজকেরা জানান, গতানুগতিক আয়োজনের বাইরে গিয়ে ভিন্নধর্মী উদ্যোগ হিসেবে এবারই



তুলে ধরার প্রত্যয়ে আগামী বছরের ১৫ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বিজনেট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডস-২০২৭'। এ উপলক্ষে গত ২০ অক্টোবর লন্ডনের হাউস অব কমন্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এওয়ার্ডস অনুষ্ঠান আয়োজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন বিজনেট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডসের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান জিল্লুর হোসেন এমবিই। এতে কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি ও গণমাধ্যমকর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিজনেট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডসের উপদেষ্টা ফজলি বিবির সম্মেলনায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আলী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে একটি সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করা এবং তাঁদের সাফল্য, কৃতিত্ব, মেধা ও অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এই পুরস্কার

আয়োজকেরা জানান, অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঙ্গনের তারকাদের পাশাপাশি কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর দুই শতাধিক শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতা অংশ নেবেন। মূলধারার বিপুলসংখ্যক ব্যবসায়ীর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে তাঁদের একটি সেতুবন্ধ তৈরি হবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, মূলধারার বিভিন্ন নীতিনির্ধারক এবং বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরার পাশাপাশি মূলধারায় বাংলাদেশিদের সাফল্য ও অবদান উপস্থাপনের সুযোগ তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য দেন বিজনেট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডসের নির্বাহী পরিচালক রিয়াদ আহাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুবের আলম, পরিচালক এস এম খালিকউদ্দিন এবং উপদেষ্টা ও

প্রথম কোনো বাংলাদেশি আয়োজন যুক্তরাজ্যের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ভেন্যু বার্মিংহামের ন্যাশনাল এক্সিবিশন সেন্টারে (এনইসি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে কমিউনিটির কৃতি ও আলোকিত মানুষদের সাফল্য তুলে ধরাই এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য। এ জন্য তাঁরা কমিউনিটির সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ এমপি শিবানি রাজা, ওয়েন্ডি মর্টন, আইয়ুব খান ও মোহাম্মদ ইয়াসিনসহ চারজন ব্রিটিশ এমপি এবং মূলধারার বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। তাঁরা এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন, সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপসহ বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে অগ্রহীরা বিজনেট গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ জন্য আয়োজকদের ওয়েবসাইটে

লন্ডনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কলিম উদ্দিন মিলন এমপির মতবিনিময়

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সুনামগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য কলিম উদ্দিন আহমদ মিলনের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা সোমবার ১৯ অক্টোবর লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় এমপি কলিম উদ্দিন মিলন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। বিমানবন্দরে যাত্রী হয়রানি ও প্রবাসীদের সম্পত্তি দখলের বিষয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার কাউকে ছাড় দেবে না। তিনি ছাতক, দোয়ারাবাজারসহ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে তিনি প্রবাসীদের গঠনমূলক সহযোগিতা কামনা করেন। ঢাকা-সিলেট ছয় লেনবিশিষ্ট মহাসড়কের কাজ আগামী চার বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিবিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট মহিব চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং প্রেস ক্লাবের সাবেক মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি ও কিউ নিউজের সম্পাদক এম এ কাইয়ুমের পরিচালনায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সাবেক সভাপতি ও জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম বাসন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক দেশ



সম্পাদক তাহসির মাহমুদ, জেনারেল সেক্রেটারি আকরামুল হোসেন, ট্রেজারার আব্দুল হান্নান, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, সিনিয়র সাংবাদিক রহমত আলী, জনমতের সহকারী সম্পাদক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, বাংলা মিররের এডিটর আব্দুল করিম গনি, সত্যবাণী সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশা, এটিএন বাংলার হেড অব নিউজ সাদিম চৌধুরী, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক ট্রেজারার সালেহ আহমদ, প্রেস ক্লাবের মিডিয়া অ্যান্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ ও প্রথম নির্বাহী সদস্য সারওয়ার হোসেন। এ ছাড়াও যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সিনিয়র সদস্য মুজিবুর রহমান মুজিব ও সাবেক উপদেষ্টা এম এ রউফ বক্তব্য রাখেন। মতবিনিময় সভায় ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার ফজলুল হক, সানরাইজ টুডের ডিজিটাল এডিটর ফজলু মিয়া, রানার টিভির রিপোর্টার হাবিবুর রহমান, বাংলা সংলাপের রিপোর্টার জয়নাল আবেদীনসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

Excellence in Tuition®

Excel Tutors

EST. 2010

100% Pass Rate GCSE / A-Level Since 2010

Ofsted Registered

অফস্টেট নিবন্ধিত

আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য
নির্ভরযোগ্য ঠিকানা
মানসম্মত টিউশন
YEAR 3 - GCSE, A-LEVEL, SATS & 11+

গণিত
MATHS

ইংরেজি
ENGLISH

কম্পিউটার সায়েন্স
COMPUTER SCIENCE

বিজ্ঞান
SCIENCE

অর্থনীতি
ECONOMICS

বিজনেস
BUSINESS

মাত্র ৩ মাসে
আপনার সন্তানের গ্রেড উন্নয়ন করুন
BOOST YOUR CHILD'S GRADE
IN JUST 3 MONTHS

Ofsted Registered
Childcare Provider
অফস্টেট নিবন্ধিত
চাইল্ডকেয়ার প্রদানকারী

We Accept
Childcare Grant
চাইল্ডকেয়ার গ্রান্ট
গ্রহণ করি

We Accept Childcare
Tax Free Payments
চাইল্ডকেয়ার ট্যাক্স-ফ্রি
পেমেন্ট গ্রহণ করি

**আজই আপনার সন্তানের
ফ্রি এসেসমেন্ট বুক করুন!**
BOOK YOUR CHILD'S
FREE ASSESSMENT TODAY!

MAIN BRANCH (WHITECHAPEL)
161-163 Commercial Road, Whitechapel, London, E1 2DA
General Enquiries: info@exceltutors.org.uk
Exams Enquiries: exam@exceltutors.org.uk
0207 0011 411 | 077582 715 568

STRATFORD BRANCH
157 Leytonstone Road, London, E15 1LH
stratford@exceltutors.org.uk
020 3518 2177 | 07990 629 840

EAST HAM BRANCH
320 Barking Road, London, E6 3BA
eastham@exceltutors.org.uk
020 3518 2180 | 07399 361 913

DOCKLANDS BRANCH
Club55, Stewart Street
London, E14 3JE
docklands@exceltutors.org.uk
07493 582 126

ILFORD BRANCH
393 Eastern Avenue
Gants Hill, Ilford, IG2 6LR
ilford@exceltutors.org.uk
07904 509 799

VISIT **exceltutors.org.uk**
FOR MORE INFO!

SCAN ME

জন্মহার হ্রাস ব্রেসিটের প্রভাব, আবাসন সংকট

লন্ডনে ৯০টিরও বেশি স্কুল বন্ধ



দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: জন্মহার কমে যাওয়া, ব্রেসিট, কোভিড মহামারি ও আবাসন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত কমছে। ২০১৯ সালের পর থেকে লন্ডনে ৯০টিরও বেশি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। খালি পড়ে থাকা

‘আবাসনের উচ্চমূল্যের কারণে অনেক পরিবার শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার প্রবণতা তীব্র হচ্ছে’

কিছু স্কুল ভবন গৃহহীন পরিবারগুলোর অস্থায়ী আবাসন হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পূর্ব লন্ডনের হ্যাকনি এলাকায় দুটি পরিত্যক্ত স্কুল ভবন গৃহহীন মানুষের অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, শিক্ষার্থীসংকটের কারণে চালু রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আরও অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলোর সংগঠন লন্ডন

কাউন্সিলসের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের পর থেকে লন্ডনে ৯০টিরও বেশি স্কুল বন্ধ হয়েছে। জন্মহার হ্রাসের পাশাপাশি ব্রেসিট, কোভিড মহামারি ও আবাসনের উচ্চমূল্যের কারণে অনেক পরিবার শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমার প্রবণতা আরও তীব্র হয়েছে। হ্যাকনির প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মহামারির আগের সময়ের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

শীতকালে ৩০০ পাউন্ড ভাতা পাওয়ার সুযোগ

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: যুক্তরাজ্যে যেসব পেনশনধারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে শীতকালীন জ্বালানি ভাতা বা উইন্টার ফুয়েল পেমেন্ট পাচ্ছেন না, তাদেরকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে দাবি করার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির ডিপার্টমেন্ট ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড পেনশনস বা ডিডব্লিউপি। সোমবার ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়ায় যোগ্য ব্যক্তির সর্বোচ্চ ৩০০ পাউন্ড পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আবেদন করতে পারবেন। ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের যেসব পেনশনধারীর জন্ম ১৯৬০ সালের ২৭



জুনের আগে, মূলত তারা এই সহায়তার আওতায় পড়ছেন। আগামী ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ থাকলেও শীতের আগেই নিজ নিজ তথ্য যাচাই করে দাবি-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

বেনিফিট সিস্টেম সংস্কারের পরিকল্পনা

সাড়ে ৯ লাখ তরুণকে কাজে ফেরাতে চায় সরকার

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: যুক্তরাজ্যে কাজ, পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা প্রায় ৯ লাখ ৬০ হাজার তরুণকে কর্মজীবনে ফেরাতে সরকারি ভাতা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের পরিকল্পনা করছে সরকার। এ উদ্যোগের আওতায় ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভাতার মতো সুবিধায় পরিবর্তন আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে প্রস্তাবিত সংস্কার নিয়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও তরুণদের আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি-- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

NO FEE
SENDING MONEY TO
BANGLADESH



Send money through
IFIC Money Transfer UK



No Fee
on money transfer to Bangladesh



Enjoy
Meet and Greet Service
in Airport in Bangladesh when you travel.

**WE ARE
HIRING AGENT**



Meet & Greet Service

WELCOME TO BANGLADESH



Fast | Secure | Reliable

IFIC Money Transfer – Trusted by millions

IFIC Money Transfer UK LTD
18 Brick Lane, London E1 6RF, Tel: 020 7247 9670

পূজা দেখতে তিন জেলায় প্রধানমন্ত্রী সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে দেশ গড়তে চাই

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিন জেলার পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ঢাকা থেকে সামরিক বিমানে প্রথমে রংপুর, পরে রাজশাহী ও শেষে চট্টগ্রাম জেলায় যান প্রধানমন্ত্রী। এসব জেলা সফরে বেশ কয়েকটি পথসভা ও জনসভায় বক্তব্য



দেন তিনি। এ ছাড়া পূজামণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি। এসব অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে দেশ গড়ার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে- সীমান্তের ওপার থেকে একটি পক্ষ এবং দেশের ভেতরে আরেকটি পক্ষ অস্ত্রের তৈরির চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টায় রাজধানী তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে একটি সামরিক বিমানে রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী। সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে তিনি সৈয়দপুর পৌঁছান। বেলা ১২টা ৪ মিনিটে সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছালে তাকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান। ছোট শিশুরা প্রধান অতিথিকে নৃত্য পরিবেশনায় তাকে

অভ্যর্থনা জানায়। ওদিকে সৈয়দপুর থেকে রংপুর যাওয়ার পথে তারাগঞ্জ ও পাগলাপীরে দুটি পথসভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। পরে রংপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর দুপুর ২টা ২০ মিনিটে নীলফামারীর

সৈয়দপুর থেকে একটি সামরিক বিমানে রওনা দিয়ে ২টা ৫৫ মিনিটে রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হাজী মুহম্মদ মুহসীন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে যান তিনি। সেখানে তিনি রাজশাহী অঞ্চলের ৩৮ হাজার ৯৭০ জন আখ চাষির মধ্যে ১২ কোটি টাকার প্রণোদনা বিতরণ করেন। জনসভায় বক্তব্য দেয়ার পর রাজশাহী ধর্মসভার পূজামণ্ডপ দেখতে যান তিনি। এরপর সার্কিট হাউজে মধ্যাহ্নভোজ সেরে রওনা হন চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। রাজশাহীর কর্মসূচি শেষে শাহ মখদুম বিমানবন্দর থেকে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তারেক রহমান। চট্টগ্রামে পৌঁছে জেএম সেন হল ও রহমতগঞ্জ পূজামণ্ডপ

পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে যাত্রাবিরতি শেষে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনি।

রংপুরে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে আমরা যখন যুদ্ধ করে এই দেশটিকে স্বাধীন করেছিলাম, তখন কিন্তু আমরা কোনো ধর্ম দেখিনি- প্রত্যেকটি মানুষ বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিল। ঠিক একইভাবে দেশ স্বাধীনতার পরে যখন বিভিন্ন সময় গণতন্ত্র হুমকি সম্মুখীন হয়েছিল তখন এই দেশের মানুষ তাদের রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজপথে নেমে এসেছিল। যে মানুষগুলো নেমে এসেছিল, সেই মানুষগুলোর ভেতরেও সকল ধর্মের মানুষই ছিল, সকল মত, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ছিল। ঠিক একইভাবে বেশিদিন আগের কথা নয়, দুই আড়াই বছর আগের কথা- বাংলাদেশে একটি গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। এই দেশের ছাত্র-জনতা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের কাঁধে যে স্বৈরাচার চেপে বসেছিল, তাকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে।

তিনি বলেন, আমরা যদি সেই গণ-অভ্যুত্থানের রাজপথের দৃশ্য দেখি, তাহলে দেখা- সেই দৃশ্যের মধ্যে এই বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল ধর্মের মানুষের সম্মেলন সেখানে হয়েছিল। সকল মানুষকে আমরা দেখেছিলাম দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি ধর্মের মানুষ, প্রতিটি পেশার মানুষ রাজপথে সেদিন নেমে এসেছিল তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এই কথাগুলো আমার বলার মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এই দেশটি হাজার বছর ধরে সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শান্তিতে আমরা সকলে মিলে বসবাস করছি। আমরা চাই বিগত হাজার বছর ধরে যেমন আমরা প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষ এই দেশে শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস করেছি। আগামী বছর ও হাজার বছরেও যাতে আমরা একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে চাই।

৭ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের এক লাখ টাকা করে দেবে সরকার



ঢাকা, ২১ অক্টোবর : ক্যান্সার ও কিডনি রোগসহ সাতটি জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত অসচ্ছল রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে এককালীন এক লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন এই কর্মসূচির আওতায় মোট ৬৫ হাজার রোগীকে এই সহায়তা দেওয়া হবে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো অসচ্ছল ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো এবং তাদের পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ কমানো। এ বছর কর্মসূচির পরিধি বাড়তে মোট বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা।

সরকারের এই আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত সাতটি জটিল রোগ হলো: ১. ক্যান্সার ২. কিডনি রোগ ৩. লিভার সিরোসিস ৪. প্যারালাইসিস ৫. হৃদরোগ ৬. লিউকেমিয়া ৭. থ্যালাসেমিয়া। চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রতিটি রোগী চিকিৎসার জন্য এককালীন ১ লাখ টাকা করে পাবেন। নিয়ম অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি একই অর্থবছরে একবার এবং পুরো জীবনে সর্বোচ্চ তিনবার এই অনুদান নিতে পারবেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২ কোটি ৮২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, যার আওতায় সহায় পেয়েছিলেন ৫৬১ জন রোগী। পর্যায়ক্রমে এর পরিধি বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হলেও, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা একলাফে বাড়িয়ে ৬৫০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: **07961 960 650**
Phone : **020 7650 7970**

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Our Services:

- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

Taj Accountants

We are registered licence holder in public practice

Winner AAT Licensed Member of the Year 2017

Accounting Technician Awards 2017

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Free agent

ClearBooks

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

SM BUILDING MAINTENANCE LIMITED

YOUR PROPERTY MAINTENANCE & REPAIR SPECIALISTS

Boiler Repairs & Servicing

New Boiler Installation

Unvented & Open Cylinders

Bathroom & Kitchen Installations

Plumbing & Drainage

Power Flushing & Heating Systems

Landlord Gas Safety Checks

Cooker & Washing Machine Fitting

CALL US TODAY!

07863 289758

FULLY INSURED • RELIABLE SERVICE • FREE QUOTATIONS

সাত বছরে সড়কে ঝরে পড়লো ৭৯৬৩ শিশুর প্রাণ

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: গত সাত বছরে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ হাজার ৯৬৩ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। সড়ক ও পরিবহন খাতে অব্যবস্থাপনা এবং ট্রাফিক আইন বিষয়ে অসচেতনতার কারণে শিশুরা সড়ক দুর্ঘটনায়



উদ্বেগজনক মাত্রায় হতাহত হচ্ছে। গতকাল গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহত শিশুদের মধ্যে মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী হিসেবে সর্বোচ্চ ২ হাজার ৯৫৮ জন প্রাণ হারিয়েছে। এ ছাড়া, পথচারী হিসেবে রাস্তা পারাপার ও হাঁটার সময় যানবাহনের ধাক্কা ২ হাজার ৮১২ জন এবং বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী হিসেবে ২ হাজার ১৯৩ জন শিশুর প্রাণ গেছে। বয়সভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নিহতদের মধ্যে ১৩ থেকে ১৭ বছর বয়সীর সংখ্যাই বেশি- ৩ হাজার ৫৪৭ জন। এ ছাড়া, ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী ২ হাজার ৮৮৪ জন এবং শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সী ১ হাজার

৫৩২ জন শিশু প্রাণ হারিয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, নিহত শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২ হাজার ৫১৩ জন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার পথে এবং ৯৬২ জন বসতবাড়ির আশপাশের সড়কে খেলার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। সড়কের ধরন বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গ্রামীণ সড়কে সবচেয়ে বেশি ২ হাজার ৭১৩ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর বাইরে আঞ্চলিক সড়কে ২ হাজার ৮২ জন, মহাসড়কে ১ হাজার ৯৭৪ জন এবং শহরের সড়কে ১ হাজার ১৯৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি ৩৩ দশমিক ০৭ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে বিকালের দিকে। এরপর সকালে ২৭ দশমিক ২২ এবং দুপুরে ২২ দশমিক ৭৬ শতাংশ শিশু দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থা শিশুবান্ধব না হওয়া, শিশুদের নিরাপদ সড়ক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, অদক্ষ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক চালক দিয়ে গাড়ি চালানো এবং আহত শিশুদের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবই শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ। সংস্থাটির মতে, গ্রামীণ সড়কগুলো বসতবাড়ি ঘেঁষা হওয়ায় এবং যানবাহনগুলো কোনো নিয়মনীতি না মানায় সেখানে হতাহতের সংখ্যা বেশি। শিশু মৃত্যুর এই হার রোধে অবিলম্বে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ বাস্তবায়ন, অদক্ষ চালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং সড়ককে শিশুদের জন্য নিরাপদ করার জোর দাবি জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

পিঠা, পুরি, পেঁয়াজু থেকে রেস্তোরাঁ সব খাদ্য ব্যবসায় লাইসেন্স বাধ্যতামূলক

ঢাকা, ২১ অক্টোবর: রাস্তার পাশের পিঠা, পুরি, পেঁয়াজুর দোকান থেকে রেস্তোরাঁ, বেকারি, মিষ্টির দোকান ও খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান-নির্ধারিত শ্রেণির সব খাদ্য ব্যবসাকে নিবন্ধনের আওতায় আনছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ)। আগামী ১ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন ও লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা যাবে। নির্ধারিত ক্ষেত্রে নিবন্ধন বা লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। বুধবার বিএফএসএর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ১৬ জুলাই সরকারি গেজেটে প্রকাশিত 'নিরাপদ খাদ্য (রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২৬'-এ এ বিধান রাখা হয়েছে। নতুন নিয়মে খাদ্য ব্যবসার নিবন্ধন, ব্যবসায়িক লাইসেন্স, স্থাপনার লাইসেন্স, খাদ্য উৎপাদন ও আমদানির লাইসেন্স এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত পণ্যের নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রবিধানমালা অনুযায়ী, নির্ধারিত ১৬ শ্রেণির খাদ্য ব্যবসা ও স্থাপনার নিবন্ধন নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে রেস্তোরাঁ, বেকারি, ফলের রসের দোকান, পেষ্টি শপ, ক্যাটারিং প্রতিষ্ঠান, প্যাকেটজাত খাবার উৎপাদনকারী, মিষ্টির দোকান, দুগ্ধপণ্য প্রস্তুতকারী এবং নির্ধারিত খাদ্যপণ্যের আমদানিকারক। এ ছাড়া পাইকারি মুদি ব্যবসা, খাদ্য সংরক্ষণাগার, কোলড স্টোরেজ এবং ভোজ্যতেল ও ভোজ্য লবণ উৎপাদনসংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ব্যবসাও নিবন্ধনের আওতায় আসবে। রাস্তার পাশের

পিঠা, পুরি-পেঁয়াজুর দোকানও এর বাইরে থাকবে না। অন্যদিকে, বিশেষায়িত খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, আমদানি ও বিপণনের



ক্ষেত্রে প্রযোজ্য লাইসেন্স নিতে হবে। স্বাস্থ্য সহায়ক ও সম্পূরক খাদ্য, বিশেষ পথ্য, প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক খাদ্য এবং নিউট্রাসিউটিক্যালসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত খাদ্যপণ্য এ ব্যবস্থার আওতায় থাকবে। শিশুদের ফর্মুলা দুধ এবং বয়স্ক বা নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য তৈরি বিশেষ খাবারও এর অন্তর্ভুক্ত। বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত বা সংশোধিত খাদ্য, জৈব খাদ্য, কিরণ-সম্পাতকৃত খাদ্য, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য ও অভিনব খাদ্যের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী নিবন্ধন বা লাইসেন্স নিতে হবে। স্বাস্থ্যগত উপকার বা রোগের ঝুঁকি কমানোর দাবি করে বাজারজাত করা খাদ্যের ক্ষেত্রে 'নিরাপদ খাদ্য (বিজ্ঞাপন ও দাবি) প্রবিধানমালা, ২০২৫' অনুসরণ করতে হবে। বিএফএসএ জানিয়েছে, নির্ধারিত ফি পরিশোধ

ও শর্ত পূরণ করে আবেদন করতে হবে। নিবন্ধন ও লাইসেন্সের মেয়াদ হবে তিন বছর। মেয়াদ শেষ হলে নবায়ন করতে হবে। নির্ধারিত ১৬ শ্রেণির খাদ্য ব্যবসার প্রথমবার নিবন্ধন বিনামূল্যে করা হবে। তবে বিশেষায়িত খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার লাইসেন্সের ফি আয়তন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। ১০০ বর্গমিটার বা তার কম আয়তনের প্রতিষ্ঠানের জন্য ফি ১০ হাজার টাকা। ১০ হাজার বর্গমিটারের বেশি আয়তনের প্রতিষ্ঠানের নতুন লাইসেন্সের ফি ৬০ হাজার টাকা। নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি খাদ্যপণ্যের প্যাকেটে বিএফএসএর নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে ভোক্তারা প্যাকেট দেখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সম্পর্কে জানতে পারবেন। কোনো অভিযোগ থাকলেও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করে তা জানানো যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে নিবন্ধন ও লাইসেন্সের আবেদন করা যাবে। পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে শতভাগ অনলাইন আবেদন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, নিবন্ধন বা লাইসেন্স নেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও তা ছাড়া খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করা নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ও লাইসেন্স নেওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।



ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD



ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services
- Boiler Repair & Servicing
- Central Heating Power Flushing
- Bathroom & Kitchen Fittings
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates
- Architectural Design & Planning
- Lights-Switches-Sockets Fixtures
- Loft-Extension & Carpentry
- Painting-Decorating
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tiling
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting
- Appliance Repairs
- Sink-Drain Unblocking
- Gas & Electric Certificates



07957148101

E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

চালক ঘুমাচ্ছিলেন, বাসটি চালাচ্ছিলেন সুপারভাইজার

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : নাটোরের বনপাড়া আরপি স্পেশাল পরিবহনের বাসটি দুর্ঘটনার সময় চালাচ্ছিলেন সুপারভাইজার সোহেল রানা। এ সময় চালক ও সহকারী পেছনের সিটে ঘুমাচ্ছিলেন। ওই বাসের তিনজন যাত্রী এ তথ্য জানিয়েছেন।



দুর্ঘটনায় সোহেল রানাও (৩৮) নিহত হন। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার ফরাদপুর গ্রামে। তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়ে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, সোহেল রানা আগে বাসের চালক ছিলেন। বছর দুয়েক আগে তিনি বাসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। গতকাল মঙ্গলবার ভোর চারটার দিকে নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সামনে নাটোর-পাবনা মহাসড়কে আরপি

স্পেশাল পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বালুবোঝাই একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ১২ জন নিহত হন। আহত হন অন্তত ৩২ জন। আহত রমজান আলী বনপাড়া পাটোয়ারী হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে

মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসের দুই যাত্রী ইয়াকুব আলী ও আবদুস সালাম আহত হয়ে বনপাড়া পাটোয়ারী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁরা জানান, দুর্ঘটনার সময় সুপারভাইজার বাসটি চালাচ্ছিলেন। চালক ও হেলপার (চালকের সহকারী) পেছনের সিটে ছিলেন। বাসটি বরগুনা জেলা শহর থেকে ছেড়ে আসে সোমবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে। ঈশ্বরদীতে কিছু সময় বিরতি দিয়ে আবার যাত্রার সময় চালকের আসনে বসেন বাসটির সুপারভাইজার। এর কিছু সময় পর দুর্ঘটনা ঘটে।

গতকাল দুপুরে ফরাদপুর গ্রামে সোহেল রানার লাশ এসে পৌঁছায়। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সদস্য ও স্বজনেরা আহাজারি করছেন। প্রতিবেশী ও এলাকার লোকজন সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। সোহেল রানার স্ত্রী ডলি বেগম বলেন, তাঁর স্বামী আগে বাস চালাতেন। বছর দুয়েক আগে তিনি বাসের সুপারভাইজার হিসেবে কাজ শুরু করেন। দুর্ঘটনাকবলিত বাস চালানোর বিষয়ে বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলমগীর হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করা হবে। তদন্ত না করে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আওয়ামী লীগ নেতা আমি আওয়ামী লীগ করি, তবে কারো ক্ষতি করিনি: নিখিল নাথ

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার নাথ। মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম নগরের জে এম সেন হলের পূজামণ্ডপে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন নিখিল। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তার এই ভূমিকা স্বাভাবিক মনে হলেও বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার দলীয় পরিচয় নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। নিখিল কুমার নাথ রাঙুনিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য। সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী হাছান মাহমুদের নির্বাচনি এলাকা রাঙুনিয়ার রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তিনি যুক্ত। স্থানীয় রাজনীতিতে হাছান মাহমুদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও বেশ আলোচিত। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি সরকারি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একটি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতির

দায়িত্বও পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত একজন নেতার সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির কয়েকজন নেতা-কর্মী। তাদের প্রশ্ন-বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে নানা সুবিধাভোগী

তিনি অনুষ্ঠানে এ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করলেও দাবি করেন, তিনি কখনো কারো কোনো ক্ষতি করেননি। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিখিল কুমার নাথ বলেন, ‘বিএনপির লোকেরা আমাকে ভালোবাসেন।



ও পদপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি কীভাবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও অবস্থান পেলেন? তবে নিখিল কুমার নাথের দাবি, পূজা উদযাপন পরিষদের দায়িত্বশীল নেতা হিসেবেই

আমাদের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। তিনি তো সবার। সে হিসেবে আমাদেরও। এখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবিটি আওয়ামী লীগ এলে কেউ যদি দেখিয়ে বলে আমি বিএনপি করতাম, তাহলে কী শোভা পায়?’

LORD & SOLOMON

CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS

We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request

গ্রেফতার করা হয়েছে?
চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।

- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials

Emergency line: **07365 535 760**
Email: **general@lordandsolomon.com**

BENECO

financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরনের মর্টগেজ করে থাকি।

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ বাড়ি কিনতে চান?

- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিষ্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে ‘ডিফল্ট’ হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার ও ইসলামিক শপ

- 7 DAYS সপ্তাহে ৭দিন খোলা
- আমরা ভালো রেইটে দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকি
- প্রতিদিন ইন্সটেন্ট ক্যাশ

বারাকাহ ইসলামিক শপ
এখানে বারাকাহ ইসলামিক শপে **বিশেষ অফার চলছে**

- তোব £14
- ইহরাম : £14

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

Barakah Money Transfer
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

TAKA RATE LINE:
020 7247 0800

বিমানের সাবেক এমডির বাসায় গৃহকর্মী নির্যাতনের বর্ণনা গলায় গরম খুন্তির ছাঁকা, চোখে দেওয়া হতো মরিচের গুঁড়া

ঢাকা ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: ‘বাথরুমে আটকে রাখত’, ‘গলায় গরম খুন্তি দিয়ে ছাঁকা দিত’, ‘পুতা (নোড়া) দিয়ে দাঁত ভেঙে দিয়েছে’, ‘চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দিত’-নির্যাতনের এই বর্ণনা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাফিকুর রহমানের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করা ১১ বছর বয়সী শিশুর। সে আরও বলেছে, তার বাবা যখন তাকে দেখতে আসতেন, তখন নির্যাতনের চিহ্ন আড়াল করার জন্য তাকে বড় পোশাক পরানো হতো। শিশুটির এই বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে আদালতে পুলিশের দাখিল করা অভিযোগপত্রে। গত ৩১ আগস্ট ঢাকার আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা-পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোবেল মিয়া। এতে সাফিকুর রহমান, তাঁর স্ত্রী বীথি আক্তার এবং বাসার দুই গৃহকর্মী রূপালী খাতুন ও সুফিয়া বেগমকে আসামি করা হয়েছে। আদালত অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করেছেন। মামলাটি বিচারের জন্য ঢাকার সপ্তম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সোহেল রানার কাছে পাঠানো হয়েছে। মানলার তদন্ত কর্মকর্তা ও উত্তরা পশ্চিম থানার এসআই রোবেল মিয়া বলেন, ‘তদন্তে ঘটনার সত্যতা পেয়ে অভিযোগপত্রে তুলে ধরেছি। দুই আসামি জবানবন্দিতে নির্যাতনের বর্ণনা স্বীকার করেছেন।’ শিশুটিকে নির্যাতনের বিষয়টি সামনে আসে গত ৩১ জানুয়ারি। ওই দিন বিমানের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সাফিকুর রহমানের বাসা থেকে নিয়ে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করেন তার বাবা। পরদিন ১ ফেব্রুয়ারি শিশুটির

বাবা তাঁর সন্তানকে নির্যাতনের অভিযোগে মামলা করেন। মামলায় সাফিকুর রহমান, তাঁর স্ত্রী বীথি আক্তার এবং বাসার অন্য দুই গৃহকর্মী রূপালী খাতুন ও সুফিয়া বেগমের বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার এজাহার ও শিশুটির স্বজন সূত্রে জানা যায়, রাজধানীর উত্তরা ৯ নম্বর সেক্টরে সাফিকুর



রহমানের বাসার ছোট শিশুদের দেখাশোনার জন্য নিরাপত্তাকর্মী জাহাঙ্গীর ১১ বছর বয়সী ওই শিশুকে গৃহকর্মী হিসেবে খুঁজে দেন। মেয়েটির বিয়ে ও অন্যান্য খরচ বহনের প্রতীশ্রুতি পেয়ে তাঁর হোটেলকর্মী বাবা গত বছরের জুন মাসে তাকে ওই বাসায় পাঠান। এজাহারে আরও বলা হয়, সর্বশেষ গত বছরের ২ নভেম্বর মেয়েকে দেখতে ওই বাসায় গিয়েছিলেন বাবা। এরপর আর মেয়েকে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি সাফিকুরের স্ত্রী ফোন করে শিশুটির অসুস্থতার কথা জানিয়ে তাকে নিয়ে যেতে বলেন।

মেয়েকে আনতে গিয়ে শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখতে পান বাবা। এজাহারে বলা হয়, এরপর শিশুটিকে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শিশুটির বাবার মামলার পর রাতেই আসামি চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে জামিনে মুক্তি পান বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুর রহমান



এবং গৃহকর্মী রূপালী খাতুন। সাফিকুরের স্ত্রী বীথি আক্তার এবং আরেক গৃহকর্মী সুফিয়া বেগম কারাগারে রয়েছেন। নির্যাতনের শিকার শিশুটি গত ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তারের আদালতে জবানবন্দি দেয়। অভিযোগপত্রে ওই শিশুর ওপর নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। জবানবন্দিতে শিশুটি জানায়, সাফিকুর রহমানের বাসায় সে কাজ করছিল আট মাস ধরে। তার কাজ ছিল ‘এমডি স্যারের’ বাচ্চাকে দেখাশোনা করা। বাচ্চা মাটিতে কিছু ফেললে তা তুলে রাখা। কিন্তু বাসায় যাওয়ার পর থেকেই গৃহকর্মী বীথি

আক্তার তাকে মারধর ও নির্যাতন করতেন। শিশুটির জবানবন্দির বরাতে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, সাফিকুরের বীথি গরম খুন্তি দিয়ে তার (শিশুটির) শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছাঁকা দিতেন। চিৎকার করলে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মারতেন। উরু, দুই হাতে ও পিঠে আঘাত করতেন। চোখের মধ্যে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দিতেন। একপর্যায়ে পুতা বা নোড়া দিয়ে তার দাঁত ভেঙে দেওয়া হয় বলে জবানবন্দিতে জানায় শিশুটি। সে বলেছে, বাসার অন্য দুই গৃহকর্মীও তাকে নির্যাতন করতেন। শিশুটির বরাতে দিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগপত্রে বলেছেন, শিশুটিকে শৌচাগারে আটকে রাখা হতো। বাঁচার জন্য সে শৌচাগারের পানি ও টুথপেস্টও খেয়েছে। সাফিকুরের ভূমিকা নিয়ে কী বলা হয়েছে অভিযোগপত্রে বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুর রহমানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে বলা হয়, তাঁর স্ত্রী দিনের পর দিন শিশুটির ওপর নির্যাতন চালাতেন। তিনি তা দেখেও না দেখার ভান করে ছিলেন। স্ত্রীর অন্যায় ও অপরাধের দায় তিনি এড়াতে পারেন না বলে উল্লেখ করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা। এ অভিযোগের বিষয়ে সাফিকুর রহমানের আইনজীবী আরিফুর রহমান বলেন, ‘শিশুটি আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। সেখানে সে বলেছে, এমডিকে কখনো দেখিনি। এমডি সাহেব তো আর তাঁকে মারেননি। যেহেতু চার্জশিট এসেছে, আমরা ট্রায়াল ফেস করব।’ বীথি ও সুফিয়া যা বলেছেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসমাইলের কাছে গত ২১ ফেব্রুয়ারি স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দি দেন বিমানের সাবেক এমডির স্ত্রী বীথি আক্তার। সেখানে তিনি শিশুটিকে তিন-চার দিন মারধর করার কথা স্বীকার করেন। তবে ভয়াবহ নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। বাসার আরেক গৃহকর্মী সুফিয়া বেগমও আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, শিশুটি তাঁর বিরুদ্ধে নারকেল তেল ও সাবান চূরির মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। এ কারণে তিনি দুই দিন শিশুটিকে মারধর করেন। সুফিয়া তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, বিমানের সাবেক এমডির স্ত্রী বীথি বিভিন্ন সময়ে ওই শিশুকে মারধর করতেন। তাঁদের সামনেই মারতেন। তিনি বলেন, ‘একদিন ম্যাডাম আমাকে বলে খুন্তি গরম করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি তখন রান্না ঘরে কাজ করছিলাম। আমি খুন্তি নিয়ে যাইনি। পরে ম্যাডাম নিজেই রান্নাঘরে এসে খুন্তি গরম করে নিয়ে ওই শিশুর বাঁ পায়ের উরুতে ছাঁকা দেন।’ কী কারণে ছাঁকা দিয়েছেন, তা জানা নেই উল্লেখ করে সুফিয়া বলেছেন, শিশুটির চিৎকার শুনে গিয়ে তিনি তার উরুতে ঠাণ্ডা পানি ও ক্রিম লাগিয়ে দেন। শান্তি চান বাবা মামলার বাদী ও শিশুটির বাবা গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘মেয়ের শরীরের ক্ষতের দাগগুলো এখনো রয়ে গেছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। একটা মাদ্রাসায় ভর্তি করেছি, কিন্তু চোখে কম দেখে।’ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘টাকার অভাবে মেয়ের চিকিৎসা করাতে পারছি না। ওর দাগগুলো দেখে ভয় লাগে। আমি সর্বোচ্চ বিচার চাই আসামিদের। যেন আর কেউ এমন মারধরের শিকার না হয়।’



WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?



Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us

+44 020-8087-2343
+44 07888193300(WhatsApp)
info@workpermitcloud.co.uk
workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code to visit our website



সরেজমিন শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সৌদিতে আটকে পড়া প্রবাসীদের ফিরতেও বাড়তি খরচের ভোগান্তি

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : রোববার, দুপুর সাড়ে ১২টা। সৌদির জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে রাজধানীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন সুবল দাস। গেট থেকে বের হয়েই দৌড়ে ছোট ভাইকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ‘অবশেষে ফিরলাম!’ ১৫ মাস পর দেশে ফেরা। চিরচেনা বাতাস। স্বস্তির নিঃশ্বাস। কিন্তু মনে আক্ষেপ। দু’দিন আগে দেখেন- দেশে আসা-যাওয়ার টিকিট ১৯০০ থেকে ২০০০ রিয়াল। কিন্তু একদিনের মাথায় তা ২৬০০ রিয়ালে ঠেকেছে। একদিনের মধ্য ৬০০ থেকে ৭০০ রিয়াল বেশি খরচ করে দেশে ফিরতে হয়েছে সুবলকে। ভাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলেন, ‘পরের বার তোর জন্য ফোন নিয়ে আসবোই।’ হুত্বদের হামলার পর ঢাকা থেকে সৌদি আরবের রিয়াদ ও দাম্মামের সকল ফ্লাইট বন্ধ রয়েছে। এরই মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অনিদিষ্টকালের জন্য রিয়াদগামী সকল ফ্লাইট স্থগিত করেছে। অন্যদিকে, বিমান আগামী ২১শে অক্টোবর থেকে দাম্মামগামী ফ্লাইট পুনরায় পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। এ অবস্থায় সৌদিগামী যাত্রীরা বিকল্প রুট ব্যবহার করে

দেশটিতে যাচ্ছেন। একইভাবে সৌদি ফেরত যাত্রীরাও বিকল্প রুটে দেশে ফিরছেন। এতে বাড়তি খরচের পাশাপাশি বহন করতে হচ্ছে টিকিটের উচ্চমূল্য। সুবল দাস বলেন, দেশে থাকতে এক হসপিটালের

যাওয়া আসা টিকেটের দাম ১২০০ থেকে ১৪০০ রিয়াল হয়। কিন্তু বর্তমানে টিকিট পাওয়াই কষ্ট। সুবল বলেন, নিজের দেশ ছেড়ে গেছি টাকা কামানোর জন্য। কিন্তু এভাবে যদি আমাদের পকেট কাটে তাহলে



ল্যাবরেটরিতে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে চাকরি করতাম। বেতন মাত্র ১৫ হাজার টাকা। এই টাকায় নিজের থাকা-খাওয়া হতো। কিন্তু পরিবারকে দেয়ার মতো কিছুই ছিল না। দেশে একটি পরিবার চালাতে ন্যূনতম ৩০ হাজার টাকা দরকার। তাই বাধ্য হয়ে প্রবাসে যাই। এখন যতটুকু বেতন পাই সুন্দরভাবে পরিবার চলছে। দেশে ফিরতেই আমার এক মাসের কাজের টাকা শেষ। আজকে এসেছি ২৬০০ রিয়ালে টিকিট কেটে। রিয়াদ ও দাম্মামের ফ্লাইট বন্ধ। এজন্য টিকেটের দাম বেশি। সাধারণ সময়ে

আমরা কোথায় যাবো? একই ফ্লাইটে সৌদি আরবে রিয়াদ থেকে ফিরেন আতিয়ার মণ্ডল। গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে। গত ১৪ই অক্টোবর রিয়াদ থেকে টিকিট কাটেন তিনি। রিয়াদের ফ্লাইট বন্ধ হওয়ায় কিছুদিন অপেক্ষা করেন। এরপর বাধ্য হয়ে জেদ্দা থেকে টিকিট কাটেন। রিয়াদ থেকে বাসে যান মক্কায়। এরপর বাসে করে জেদ্দায় যান তিনি। পাড়ি দিতে হয় ১২০০ কিলোমিটার পথ। এরপর ফিরেন দেশে। জেদ্দা থেকে ১৭৮০ রিয়াল দিয়ে টিকিট কেটে এসেছি। রিয়াদ থেকে মক্কা, মক্কা

থেকে জেদ্দা সবমিলে খরচ হয়েছে ৪৫০০ রিয়াল। এটা অতিরিক্ত খরচ। এই টাকা দিয়ে পরিবারের জন্য কিছু কিনতে পারতাম। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। এখন আবার প্রবাসে গিয়ে এই টাকা আয় করতে হবে। আমাদের কী আর করার বলেন? একটু পর বের হন কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা মো. নয়ন মিয়া। তিনি বলেন, আমাদের হয়রানির শেষ নাই। আসার আগেই কফিল নিয়েছে ২ হাজার রিয়াল। তারপর টিকিট কাটলাম, ফ্লাইট বাতিল। সেই টিকিট ক্যান্সেল করে ১৭০০ রিয়াল দিয়ে আরেকটা কাটি। সেটিও বাতিল হলে দাম্মাম থেকে ৫০০ রিয়াল খরচ করে মক্কায় যাই। মক্কা থেকে আবার ৩০০ রিয়াল খরচ করে জেদ্দায় যাই। জেদ্দা থেকে ২৭৫০ রিয়াল দিয়ে টিকিট কেটে আজ দেশে ফিরলাম। ৩০০০ রিয়াল পাবো সাপ্লায়ারের কাছে। ওই টাকাও ছেড়ে এসেছি। গিয়ে পাবো কিনা তারও নিশ্চয়তা নাই। সবমিলে আমার ৭ হাজার ৫০০ রিয়াল অতিরিক্ত খরচ। আমাদের রক্তে খাটা টাকা মানুষ খায়। আর আমাদের চেয়ে চেয়ে শুধু দেখতে হয়। প্রতিবাদ করার মতো শক্তি নাই আমাদের।

জামায়াত কি বিরিয়ানির ভাগের জন্য সরকারের বিরোধিতা করে: আবু হানিফ

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র আবু হানিফ প্রশ্ন তুলেছেন, জামায়াতে ইসলামী কি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সরকারের বিরোধিতা করছে, নাকি বিরিয়ানির ভাগ পাওয়ার জন্য। বুধবার (২১ অক্টোবর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন। পোস্টে আবু হানিফ লেখেন, ‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি



জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার অভিযোগ করেছেন, বিরোধী দলকে চকলেট দিয়ে খুশি করে, আর তারা বিরিয়ানি খায়।’ জামায়াত নেতার এই বক্তব্যের সূত্র ধরে আবু হানিফ বলেন, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সংসদের ভেতরে বিরোধী দলের এক ধরনের বক্তব্য, আর সংসদের বাইরে রাজপথে আরেক ধরনের হুংকার দেখা যায়। এই দ্বিমুখী রাজনীতি কীসের ইঙ্গিত দেয়, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। আবু হানিফের প্রশ্ন, রাজপথে সরকার পতনের হুমকি দেওয়া হলেও সুযোগ-সুবিধার ভাগ পাওয়ার পর সুর নরম হয়ে যায় কেন? এসব হুমকি ও হুংকার কি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য, নাকি নিজেদের বিরিয়ানির ভাগ নিশ্চিত করার জন্য? তিনি আরও বলেন, বিরিয়ানির ভাগ পাওয়ার পর বিরোধী দলের আচরণ দেখে মনে হয়, জনগণের অধিকারের জন্য নয়, বরং বিরিয়ানির ভাগের জন্যই জামায়াত সরকারের বিরোধিতা করে।

KUSHIARA

• Travel Agent • Money Transfer • Bureau De Change

OUR SERVICES

- Travels
- Cargo
- Money Transfer
- Courier Service
- International & Domestic Airline Tickets
- Hotel Booking
- Tour Packages
- Airport Pickup & Drop
- Passport Service

BANGLADESH OFFICE

43/A, Block-2, Kumarpara, Sylhet

Tel: 88 029 9770 0392

M: 8801313-088874

WE ARE OPEN

7 DAYS A WEEK

10 am to 8 pm

AIRLINES:

Emirates	QATAR AIRWAYS	BRITISH AIRWAYS	Biman Bangladesh Airlines
AGAT AIRWAYS	TURKISH AIRLINES	US-BANGLA AIRLINES	NOVOAIR

Harun Miah
Managing Director

319 Commercial Road
London E1 2PS
020 7790 1234

আপনি কি

IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION

সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন?

দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality
Family and Children
Personal Injury
Litigation
Property, Commercial & Employment
Housing and Homelessness
Landlord and Tenant
Welfare Benefits
Money Claim & Debt Recovery
Wills and Probate
Mediation
Road Traffic Offence
Flight Delay Compensation
Crime
Conveyancing

ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
পার্সোনাল ইনজুরি
লিটিগেশন
প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
হাউজিং ও হোমলেসনেস
ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
ম্যানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
উইলস ও প্রবেট
মিডিয়েশন
রোড ট্রাফিক অফেন্স
ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
ক্রাইম
কনভেন্সিং

18 Tapestry Way
London E1 2FJ

T: 0208 077 5079
F: 0208 077 3016

www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

f
t

যুক্তরাজ্যে অ্যাডভোকেট শিশির মনিরকে সংবর্ধনা

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট শিশির মনিরকে সম্মানে যুক্তরাজ্যে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত অতিথিরা দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেন।

এ সময় অংশগ্রহণকারীরা দেশের চলমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অ্যাডভোকেট শিশির মনির প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর মতামত তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অতিথিরা আগ্রহের সঙ্গে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহগির বখত ফারুক, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রফিক হায়দার, ব্রিটিশ বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তফজ্জুল মিয়া, ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের লন্ডন রিজিওনের প্রেসিডেন্ট ও সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম, এলবি২৪-এর ম্যানেজিং এডিটর ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সানরাইজ টুডেস সম্পাদক সাংবাদিক এনাম চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ আশিকুর রহমান আইয়ুব করম আলী, আবুল কাশেমসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের পামট্রি ব্যাংকুয়েটিং হলে ‘ওয়ান বাংলাদেশ ইউকে’-এর উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত দিরাই-শাল্লার বিশিষ্ট নাগরিকসহ বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অ্যাডভোকেট শিশির মনির বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্র ও সংবিধান সংস্কার এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের

আলোচনায় দেশের আইন ও বিচারব্যবস্থা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। পাশাপাশি প্রবাসীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, দেশের মাদক সমস্যা, প্রবাসীদের জমি দখল, বন্দরে অবৈধ আয়ের অভিযোগ, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংক্রান্ত জটিলতা এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারি প্রতিবন্ধকতা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সিলেটের স্থানীয় বাসিন্দাদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সমাজসেবামূলক সংগঠন ‘সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন’-এর আসন্ন দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডে অবস্থিত উডেরহাম কমিউনিটি সেন্টারে এই সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন- সংগঠনের সভাপতি ও লন্ডন ব্যুরো অব টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এর সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন- সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাহিন আহমদ জয়েদ ও সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং ‘শীর্ষবিন্দু নিউজ’ এর প্রধান সম্পাদক আতিকুর রহমান সুমন। এ সময় বক্তব্য রাখেন- সংগঠনের সহ-সভাপতি সেলিম খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক সেলিম হোসেন, কোষাধ্যক্ষ এলাহি বক্স এনাম, সহ-কোষাধ্যক্ষ সায়াদুর রহমান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মোর্শেদ আহমদ, নির্বাহী সদস্য পারিছ আহমদ, আবরার বক্স বাচ্চু, বদরুল ইসলাম প্রমুখ। সভায় সিদ্ধান্তক্রমে আগামী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে নতুন সদস্যদের নিবন্ধন করতে আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলন উপলক্ষে একটি ম্যাগাজিন

প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে সকল কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ছাড়াও উক্ত সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যদের ছবি ও নাম ম্যাগাজিনে

করা। বিপদে আপদে একে অপরের পাশে থেকে সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দেয়া। আত্ম মানবিকতার কথা চিন্তা করে



প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সভায় সকল উপস্থিত সদস্যের সম্মতিতে আগামী দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের তারিখ ও নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে আগামী ১৫ই নভেম্বর পরবর্তী সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী সকল সিলেটী অধ্যুষিত জনগণের মধ্যে ‘সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন’ একটি বড় সংগঠন যেখানে সিলেট শহরের সকল স্থায়ী সদস্যদের একটি মিলন মেলা। এই সংগঠন এর মূল কাজ সাধারণ জনগণের জন্য সমাজসেবামূলক কাজ

সিলেট শহরে বসবাসরত গরীব দুঃখি মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সংগঠনের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, ‘সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন’ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সিলেট শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়নে অনেক ভূমিকা পালন করবে। আগামী দিনের নির্বাচিত কমিটি পরবর্তীতে আরও অনেক সমাজসেবামূলক কাজ করবে বলে উপস্থিত সদস্যরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আকৃিকার অর্ডার নেয়া হয়



WE ACCEPT
ALL MAJOR
CREDIT
CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane

London E1 6PU

T: 020 7247 1009

M: 07983 760 908

PICK UP YOUR COPY
FREE

দেশ

সাথে পাচ্ছেন
এক কপি
সাপ্তাহিক দেশ
ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS

19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR



Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmd Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

সৌদিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন, মরদেহ ফেরার আগেই গুজবের বন্যা

সৌদি আরবে এক নারীসহ দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর নজরুল ইসলাম ও সুইটি আক্তার সিথির মৃত্যুদ-কার্যকর করা হলেও বাংলাদেশ সরকার কিংবা সৌদিতে বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনকে আগে থেকে জানানো হয়নি। এমনকি মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরও আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করার প্রয়োজন মনে করেনি সৌদি কর্তৃপক্ষ। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি স্বাধীন দেশের দুই নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে তাদের নিজ দেশের সরকারকে জানানোর ন্যূনতম কূটনৈতিক সৌজন্যও কি প্রত্যাশিত নয়? সৌদি আরব বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র। দেশটিতে লাখ লাখ বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছেন। দুই দেশের মধ্যে গভীর অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বন্ধুত্বের অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবন ও অধিকার নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতেই এসব বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দুই বাংলাদেশির বিচারপ্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ও ন্যায্যসংগত ছিল? তাঁরা কি আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ পেয়েছিলেন? তাঁদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছিল কি? আদালতে প্রয়োজনীয় ভাষাগত সহায়তা দেওয়া হয়েছিল কি? আপিলের সুযোগ ছিল কি না? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়।

ক্ষমতার আয়নায় আট মাসের বাংলাদেশ

জিল্লুর রহমান

বাংলাদেশে সরকার বদলায়, স্লোগান বদলায়, ক্ষমতার চারপাশের মানুষও বদলায়। কিন্তু ক্ষমতা ব্যবহারের অভ্যাস? সেটি প্রায়ই আগের মতো থেকে যায়। তারেক রহমানের সরকার প্রায় আট মাস পার করছে। সামনে জাপান সফর; ঘরে মূল্যস্ফীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা ও সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ। চারটি আপাতভিন্ন বিষয় আসলে একই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় : আমরা কী শুধু শাসক বদলেছি, নাকি শাসনের ধরনও বদলাচ্ছি? আট মাস চূড়ান্ত রায় দেওয়ার সময় নয়; তবে সরকারের অগ্রাধিকার, সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা এবং সমালোচনার প্রতি মনোভাব বিচার করার জন্য সময়টা নেহাত কমও নয়।

১. আট মাসের হিসাব : প্রতিশ্রুতি বনাম অভ্যাস
দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর নির্বাচিত সরকার ফিরে আসা নিঃসন্দেহে স্বস্তির। সংসদীয় রাজনীতির পুনরারম্ভ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্বাচিত নেতৃত্বের উপস্থিতিকে ছোট করে দেখার কারণ নেই। প্রধানমন্ত্রী কিছু ক্ষেত্রে সংঘাত ভাষা ব্যবহার করেছেন; অপচয়, দুর্নীতি ও দলীয় অনিয়মের বিরুদ্ধে নির্দেশনাও দিয়েছেন। কিন্তু নির্দেশনা আর পরিবর্তন এক নয়। দুর্নীতি বন্ধ করতে বলা প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য নয়, দায়িত্ব। সাফল্য তখন, যখন সাধারণ মানুষ কোনো প্রভাবশালীর পরিচয় ছাড়াই ন্যায্য সেবা পাবেন।

সমস্যাটা এখানেই। বিএনপির নেতা-কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দখল, সহিংসতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠছে। অভিযোগ মানেই অপরাধ প্রমাণ নয়। তবে এসবের নিরপেক্ষ তদন্ত ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা জরুরি। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা যদি আইনকে নিজের পকেটের জিনিস ভাবেন, পুলিশের বদলে তাঁর দরজায় যেতে হয় নাগরিককে। তখন নির্বাচিত সরকার থাকলেও রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায় না।

জিল্লুর রহমানজুলাই সনদ ও গণভোট নিয়ে বিতর্ক আপাতত বাদই দিলাম। বিএনপির নিজস্ব নির্বাচনি ইশতেহার এবং বহুল আলোচিত ৩১ দফা তো রয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসনের জবাবদিহি, ক্ষমতার ভারসাম্য-এসব প্রতিশ্রুতির বাস্তব অগ্রগতি কোথায়? বিরোধী দলে থাকলে ক্ষমতার সীমা জরুরি মনে হয়; সরকারে গিয়ে সেই সীমাই কেন অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে? সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকার গঠনের অধিকার দেয়, রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের ছাড়পত্র নয়। সংসদকে সত্যিকারের বিতর্কের জায়গা করতে হবে; মন্ত্রণালয়ের বার্তার জবাব যেমন চাই, বিরোধী মতের মর্যাদাও দিতে হবে। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা সহজ,

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে সৌদি কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারসংক্রান্ত নথি ও বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে। আমরা মনে করি, শুধু ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠালেই দায়িত্ব শেষ হয় না; সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এরই মধ্যে মৃত্যুদ-প্রাপ্তদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি সামনে এসেছে। প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী, রিয়াদ বিমানবন্দরে হত্যীদের হামলার পর বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকায় মরদেহ ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব হতে পারে। অন্যদিকে সুইটি আক্তারের শোকাহত মায়ের আকুতি, “আমার মাইয়ার লাশ আইনা দাও, আমি ওরে দেহুম।” একজন মায়ের এই আতনাদ হৃদয়বিদারক। অন্তত শেষবারের মতো সন্তানের মুখ দেখার সুযোগ পাওয়া তাঁর মানবিক অধিকার। অথচ এই শোকাবহ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নিলজ্জ মিথ্যাচার। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দুই বাংলাদেশির মরদেহ দেশে পৌঁছেছে দাবি করে অন্য প্রবাসীর কফিন নামানোর ভিডিও ছড়ানো হয়েছে। আবার বোরকা পরিহিত এক নারীর শিরশ্ছেদের পুরোনো দৃশ্যকে সাম্প্রতিক ঘটনার ভিডিও হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। ভথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসন্ধান এসব দাবি মিথ্যাচার প্রমাণিত হয়েছে। শিরশ্ছেদের ভিডিওটি আসলে ২০১৫ সালের ভিন্ন একটি ঘটনার।

গণতান্ত্রিক নিয়মকে শক্তিশালী করা কঠিন। আট মাসে রাষ্ট্র পালটানোর যায় না। কিন্তু কোন পথে রাষ্ট্রকে নেওয়া হচ্ছে, তার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখানো যায়। তারেক রহমানের সত্যিকারের কৃতিত্ব হবে এমন প্রতিষ্ঠান গড়া, যেগুলো তাঁর নিজের সরকারের ক্ষমতাকেও প্রশ্ন করতে পারবে।
২. জাপান সফর : ছবি নয়, ফলাফল চাই
২৬ অক্টোবর থেকে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য জাপান সফর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নতুন সুযোগ। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সময়জুড়ে সম্পর্ক এগিয়েছে। জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোনো দলের একক সম্পদ নয়; এটি বাংলাদেশের ধারাবাহিক কূটনৈতিক অর্জন। জাপানের অবকাঠামোগত সহায়তা আমাদের পরিচিত। এখন প্রশ্ন, আমরা কি কেবল সহায়তগ্রহীতা থাকব, নাকি শিল্প, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে সমান মর্যাদার অংশীদার হব? চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি সম্ভাবনার দরজা খুলেছে। কিন্তু দরজা খোলা আর বিনিয়োগ ঘরে আসা এক কথা নয়। এক জরিপে বাংলাদেশে কার্যরত প্রায় ৫৭ শতাংশ জাপানি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহ দেখিয়েছে। এ আগ্রহ ধরে রাখতে দরকার নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, দক্ষ বন্দর, স্বচ্ছ করব্যবস্থা ও চুক্তি বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা। আমরা বিদেশি অতিথিকে লালগালিচা দিতে পারি; কিন্তু তাঁর বিনিয়োগের ফাইল মাসের পর মাস আটকে রাখলে কার্পেটের রং কোনো কাজে আসে না। জাপানি বিনিয়োগকারীর যে নিশ্চয়তা প্রয়োজন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারও ঠিক সেই নিশ্চয়তা চাই।

দক্ষ কর্মী পাঠানোর সুযোগও বড়। তবে ভাষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, সুষ্ঠু নিয়োগ এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত না করে শুধু সংখ্যার লক্ষ্য ঠিক করা ভুল হবে। বঙ্গোপসাগর, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, জ্বালানি ও আঞ্চলিক কৌশলগত ভারসাম্য নিয়েও জাপানের সঙ্গে পরিণত আলোচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশ যেন কারও প্রতিযোগিতার মাঠ না হয়ে নিজের স্বার্থে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করে। জাপানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক মানে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি নয়। কূটনীতিতে বন্ধুত্বের অর্থ অন্ধ আনুগত্য হতে পারে না। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন অংশীদারি, যেখানে অর্থনৈতিক সুযোগের সঙ্গে জাতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ন থাকে। সফর শেষে কতটি ছবি উঠল, কতটি সমঝোতা স্মারক সই হলো-এগুলো সংবাদ হতে পারে। কিন্তু সাফল্যের মাপকাঠি হবে ছয় মাস পর কত বিনিয়োগ এলো, কত কর্মসংস্থান হলো এবং কত প্রকল্প বাস্তবে এগোল।

৩. বাজারের হিসাব : সংখ্যার সঙ্গে জীবনের দূরত্ব
কূটনীতির সাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে তখনই অর্থবহ, যখন তার প্রভাব ঘরে পৌঁছায়। আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ২৬ শতাংশ, জুলাইয়ে ৮ দশমিক ৩২। সামান্য

প্রশ্ন হচ্ছে, এসব মিথ্যা ও বানোয়াট কনটেন্ট প্রচার করে কার কী লাভ? কয়েকটি লাইক, শেয়ার কিংবা ভিউ থেকে সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষের মৃত্যু ও পরিবারের শোককে পূজি করা কতটা অমানবিক? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে সত্য-মিথ্যার কোনো মূল্য নেই, মানুষের আবেগই শুধু ব্যবসার পণ্য? আমরা মনে করি, সরকার মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে না পারলেও অন্তত এই ঘটনাকে ঘিরে পরিকল্পিত গুজব প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। সংশ্লিষ্ট ফেসবুক পেজ ও ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রমাণের ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কর্তৃপক্ষকেও বিভ্রান্তিকর ও বিভৎস কনটেন্ট অপসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। তবে গুজব দমনের নামে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ সরকার দুই নাগরিকের বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত তাদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেবে। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হলে তাঁর যথাযথ আইনি ও কনসুলার সহায়তা নিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। মনে রাখতে হবে, প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর যন্ত্র নন; তাঁদের জীবন, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার দায়িত্বও রাষ্ট্রের।

কমা আশার খবর, কিন্তু দাম কমে যাওয়া নয়। খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের বেশি; মজুরি বৃদ্ধির হারও মূল্যস্ফীতির নিচে। অর্থাৎ পরিসংখ্যানে স্বস্তির আভাস থাকলেও অনেক পরিবার বাস্তবে ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে। বাড়িভাড়া, ওষুধ, যাতায়াত, সন্তানের পড়াশোনা-সব খরচের সঙ্গে মধ্যবিত্তকে প্রতিদিন দরকষাকষি করতে হচ্ছে। বাজারে গিয়ে কেউ মূল্যস্ফীতির রেখাচিত্র কেনেন না; কেনেন চাল, ডাল, তেল। কোনো মন্ত্রীর ভাষণে দাম স্থিতিশীল শুনে দোকানি ছাড় দেন না। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংকট, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং আমদানিনির্ভরতা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছু ছাপ তৈরি করছে। অতীতের ব্যাংকিং দুর্বলতার দায়ও রাতারাতি মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলানোর জন্যই সরকার। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো, খেলাপি ঋণ ও ব্যাংকিং খাতে সংস্কার, প্রতিযোগিতামূলক বাজার, জ্বালানির নির্ভরযোগ্য সরবরাহ এবং ঝুঁকিতে থাকা পরিবারকে কার্যকর সহায়তা-এগুলোই অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। শুধু বাজারে অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। কোথায় সরবরাহ আটকে যাচ্ছে, কেন প্রতিযোগিতা কাজ করছে না, কারা নিয়ম ভেঙেও পার পেয়ে যাচ্ছে-সেসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দরকার। এখানেও রাজনীতির প্রশ্ন ফিরে আসে। চাঁদাবাজি ও প্রশাসনিক অনিশ্চয়তায় বিনিয়োগ বাধগ্রস্ত হলে কর্মসংস্থানও থামে। টোকিওতে যে আস্থা চাইব, ঢাকার ব্যবসায়ী এবং গ্রামের কৃষককেও সেই আস্থা দিতে হবে। উন্নয়নের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত পরিবারের মাস শেষের হিসাব।
৪. সাংবাদিকের নিরাপত্তা : সমালোচনাই গণতন্ত্রের পরীক্ষা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ অক্টোবর সংবাদ সংগ্রহের সময় সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ আমাদের পুরোনো রাজনৈতিক রোগের কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্তত চারজন সাংবাদিক আহত হন; অভিযোগ ওঠে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিচার প্রয়োজন। সাংবাদিক আক্রান্ত হলে কেবল একটি পেশা নয়, নাগরিকের জানার অধিকারও আক্রান্ত হয়। আমাদের রাজনীতিতে সাংবাদিকের দুটো পরিচয় : প্রশংসা করলে দায়িত্বশীল, প্রশ্ন করলে ‘অন্য পক্ষের লোক’। বিরোধী দলে থাকাকালে স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের মাহাত্ম্য বোঝা যায়; ক্ষমতায় গিয়ে তার স্বাধীনতা হঠাৎ বাড়াবাড়ি মনে হয়। এই ব্যাধি কোনো এক দলের নয়। গত দিনের দমনপীড়নের সমালোচনা করে আজ একই পদ্ধতি গ্রহণ করলে রাজনৈতিক পরিবর্তনের নৈতিক ভিত্তিই ক্ষয়ে যায়। সংবাদমাধ্যমের কাজ সরকারের জনসংযোগ বিভাগ হয়ে ওঠা নয়। বরং অস্বস্তিকর প্রশ্ন করাই তার দায়িত্ব; ক্ষমতাসীনদের সেই অস্বস্তি সহ্য করতে শিখতে হবে।

সিলেটে মতবিনিময়কালে প্রবাসী মেয়র প্রার্থী মাও: আতাউর রহমান নান্দনিক সিলেট সিটি গড়তে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই

সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মেয়র পদপ্রার্থী, দলের কেন্দ্রীয় নেতা ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান বলেছেন, নতুন, নান্দনিক ও নাগরিকবান্ধব সিলেট নগরী গড়তে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে চান।

বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার লক্ষ্যেই তিনি মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নগরীর সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করতে চান তিনি। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও নগরবাসীর অধিকার আদায়ে পাশে থাকার প্রত্যয়

জলাবদ্ধতা, অকার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ভাঙাচোরা সড়ক, ফুটপাথ দখল, অপরিষ্কার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, খাল-ছড়া ও জলাধার দখল এবং মশা নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুল আজিজ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা সামিউর রহমান মুসা, জেলা সভাপতি মাওলানা ইকবাল আহমদ, মহানগর সহসভাপতি মাওলানা মুহিবুর রহমান, মুফতি মাওলানা আলী আহমদ, মাওলানা ছানা উল্লাহ, ডা. মাওলানা মোস্তফা আহমদ আজাদ, জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রিন্সিপাল মাওলানা ফখরুল ইসলাম, সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখার সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম ইয়াহিয়া, জেলা সহসাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুতাছিম বিল্লাহ জালালী, মহানগর সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ কয়েছ আহমদ, মাওলানা আমিন আহমদ রাজু, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল সালাম, জামেয়া দারুল কোরআন সিলেটের শিক্ষা সচিব মাওলানা আব্দুল মুমিন জাহানপুরী, মহানগর প্রচার ও মিডিয়া সমন্বয়ক মাওলানা মনিরুল ইসলাম চৌধুরী ফুহাদ, হাজি আব্বাস জালালী, মুফতি মোস্তফা হোসাইন, সিকন্দর আলী, মাওলানা আইয়ুব আলী কামালী, আবুল কালাম, আব্দুল মুহাইমিন, তারেক হাসান সাহেদ ও মুহাম্মদ শাব্বির আহমদ। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



গত বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) নগরীর তালতলাস্থ গুলশান হোটেলে সিলেটে কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা এমরান আলমের পরিচালনায় সভায় লিখিত বক্তব্যে নিজের পরিকল্পনা ও অঙ্গীকার তুলে ধরেন মেয়র পদপ্রার্থী। আতাউর রহমান বলেন, সিলেট নগরীকে

ব্যক্ত করেন। মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে সিলেট উন্নয়নবৈষম্যের শিকার হয়েছে। ফলে নগরী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। এখনো নগরবাসীকে জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি জানাতে হয় এবং পাড়া-মহল্লার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকতে হয়। নগরীর বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে তিনি অপরিকল্পিত নগরায়ণ, অবৈধ স্থাপনা,

হাফ-টার্মে টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশুদের জন্য নানা আয়োজন

২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটসে শিশু ও পরিবারের জন্য থাকছে কুমড়া খোদাই, সাইক্লিং, অ্যাডভেঞ্চার প্লে, পিৎজা তৈরি, গল্প শোনা, আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটসসহ নানা মজার কার্যক্রম।

স্কুলের হাফ টার্মের ছুটিতে শিশু ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আনন্দময় ও সৃজনশীল সময় কাটানোর সুযোগ করে দিতে নানা আয়োজন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। ২৬ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত কাউন্সিলের পার্ক, খেলাধুলা ও শারীরিক কার্যক্রম দল শিশুদের জন্য সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন বিনোদনমূলক ও অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এসব আয়োজনের লক্ষ্য হলো স্কুলের ছুটিতে শিশুদের আনন্দের পাশাপাশি নতুন কিছু শেখা, সৃজনশীল কাজে অংশ নেওয়া এবং শারীরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে



সক্রিয় থাকার সুযোগ তৈরি করা। পরিবারের সদস্যরাও শিশুদের সঙ্গে এসব কার্যক্রমে অংশ নিয়ে একসঙ্গে আনন্দময় সময় কাটাতে পারবেন।

থাকছে নানা মজার কার্যক্রম

হাফ টার্মের ছুটিতে শিশুদের জন্য থাকছে বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় আয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে হ্যালোইন উপলক্ষে কুমড়া খোদাই, সাইক্লিং সেশন, অ্যাডভেঞ্চার প্লে এবং পিৎজা তৈরি।

কুমড়া খোদাইয়ের মাধ্যমে শিশুরা হ্যালোইন উৎসবের সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। সাইক্লিং সেশন শিশুদের শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে উৎসাহিত করবে। অন্যদিকে, অ্যাডভেঞ্চার প্লে মাধ্যমে তারা খেলাধুলা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে সময় কাটানোর সুযোগ পাবে।

পিৎজা তৈরির কার্যক্রমেও শিশুদের জন্য থাকবে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ। এসব আয়োজনের পাশাপাশি শিশু ও পরিবারের জন্য আরও বিভিন্ন বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে।

কাউন্সিলের বার্ষিক কেয়ারার্স সেলিব্রেশন সম্মাননা পেলেন ফস্টার ও কিনশিপ কেয়ারাররা

জাতীয় কিনশিপ কেয়ার সপ্তাহ উপলক্ষে ৯ অক্টোবর শুক্রবার অনুষ্ঠিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বার্ষিক কেয়ারার্স সেলিব্রেশন ইভেনিংয়ে ৮০ জন ফস্টার, কিনশিপ এবং স্পেশাল গার্ডিয়ানশিপ কেয়ারারকে সম্মাননা জানানো হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কেয়ারার, কাউন্সিলের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা একত্রিত হয়ে শিশু ও তরুণদের জীবনে ফস্টার ও কিনশিপ কেয়ারারদের অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি জানান।

কাউন্সিল আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল উপস্থাপনা, বিশেষ পুরস্কার প্রদান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ, স্নেহময় ও স্থিতিশীল বাসস্থান নিশ্চিত করতে নিবেদিতপ্রাণ কেয়ারারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

যেসব কেয়ারার দীর্ঘদিন ধরে শিশু ও পরিবারকে সহায়তা করে আসছেন, তাঁদের ৫ থেকে ৩৫ বছরের সেবার স্বীকৃতি হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি সেবা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সম্মানিত এসব কেয়ারারের সম্মিলিত সেবার মেয়াদ ৩৪৫ বছর।

কিনশিপ কেয়ার সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় কিনশিপ কেয়ারার ও স্পেশাল গার্ডিয়ানদের অবদান। তারা হলেন সেই আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, যারা বাবা-মা কোনো কারণে সন্তানদের দেখাশোনা করতে না পারলে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের নতুন কিনশিপ লোকাল অফার চালু করে, যা কিনশিপ পরিবারগুলোর জন্য সহায়তা আরও জোরদার করবে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল কিনশিপ অ্যাসোসিয়েট ড. জাহান্নি ডেভিড, যিনি কিনশিপ কেয়ারারদের স্বীকৃতি ও সহায়তার গুরুত্ব এবং শিশুদের জীবনে তাদের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে বক্তব্য দেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, আমাদের ফস্টার ও কিনশিপ কেয়ারাররা আমাদের বরোর জন্য অসাধারণ অবদান রাখছেন। তারা শিশু ও তরুণদের জন্য

জীবন বদলে দেওয়া ভূমিকা পালন করছেন, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের ফস্টার ও কিনশিপ কেয়ারার সম্প্রদায় নিয়ে আমরা গর্বিত এবং তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ক্যাবিনেট মেম্বর ফর চিলড্রেন, ইয়াং পিপল এন্ড লাইফ চান্স, কাউন্সিলর ফয়সাল আহমেদ বলেন, এই আয়োজন আমাদের কেয়ারারদের নিষ্ঠা ও অবদানের প্রতি সম্মান জানানোর একটি সুযোগ। যারা সদ্য ফস্টারিং শুরু করেছেন কিংবা

৩৫ বছর ধরে সেবা দিয়ে আসছেন, সবার অবদানই অসংখ্য শিশুর জীবন ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করেছে। তবে এখনও অনেক শিশু ও তরুণ রয়েছে, যাদের একটি স্নেহময় ও স্থিতিশীল পরিবারের প্রয়োজন।

তাই আমরা স্থানীয় বাসিন্দাদের ফস্টারিংয়ের বিষয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছি। আপনি যদি কারও জীবনে পরিবর্তন আনতে চান, তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

অনুষ্ঠানটি কেয়ারারদের পরস্পরের সঙ্গে মতবিনিময়, নিজেদের অর্জন উদযাপন এবং নতুন সহায়তামূলক উদ্যোগ সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়। এর মধ্যে ছিল বাড়ি স্কিম এবং চতুর্থ মকিংবার্ড হাব, যা নতুন ও বিদ্যমান ফস্টার কেয়ারারদের জন্য সহায়তা ও পারস্পরিক সমর্থন প্রদান করে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল স্থানীয় বাসিন্দাদের ফস্টারিং সম্পর্কে আরও জানার এবং এটি কীভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে খাপ খেতে পারে তা বিবেচনা করার আহ্বান জানাচ্ছে। ফস্টারিং সম্পর্কে আরও জানতে এবং এর সুবিধাসমূহ সম্পর্কে তথ্য পেতে কাউন্সিলের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিজেদের ঘর ও হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন এবং তাদের প্রয়োজনের সময় স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও আপনত্বের অনুভূতি প্রদান করেন। মেয়র আরও বলেন, এই আয়োজন তাদের সহমর্মিতা, অঙ্গীকার ও নিষ্ঠাকে স্বীকৃতি জানানোর একটি সুযোগ। তারা প্রতিদিন যে



বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আব্দুল মতিনের ইন্তেকাল বিভিন্ন মহলের শোক

যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ডের বিশিষ্ট আলেম, বায়তুল আমান জামে মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.)-এর ইন্তেকালে বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.) আনজুমনে আল ইসলাম ইউকের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের সাবেক সভাপতি এবং হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)-এর একান্ত শাগরিদ ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর ব্রাডফোর্ডের বায়তুল আমান জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিনি শিক্ষা বিস্তার ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

মরহুমের জানাজায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে আগত আলেম-উলামা, ইমাম-খতিব, ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় মুসল্লি এবং তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা অংশ নেন। মরহুমের জানাজায় ইমামতি করেন মরহুমের বড় ছেলে হাফিজ মাওলানা আব্দুল লতিফ। পরে মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সালামান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী।

মাওলানা আব্দুল মতিন (রহ.)-এর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের প্যাট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন এমবিই. প্যাট্রন ও সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সংগঠনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, সাবেক চেয়ারপারসন নূরুল ইসলাম মাহবুব, সাবেক সেক্রেটারি বীর



মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম কয়সর, চিফ কো-অর্ডিনেটর আলহাজ্ব মসুদ আহমদ, সাবেক সদস্যসচিব ড. মুজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, জেনারেল সেক্রেটারি এম আশরাফ মিয়া, ট্রেজারার মিসেস হেলেন ইসলাম, সাউথ ইস্ট রিজিওনাল কনভেনর হারুনুর রশিদ, কো-কনভেনর জামাল হোসেন ও সদস্যসচিব তাজুল ইসলামসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক ও শাখা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁরা মহান আল্লাহর কাছে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তাওফিক প্রার্থনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি



TOWER HAMLETS CARERS ASSOCIATION

"Sense of Caring, Sense of Community"

Advisory Board



Shahan Chowdhury
Advisor



Zaglul Khan
Advisor



Mohammed Nurul Alam
Advisor



Zahed Miah
Advisor

Executive Committee 2026-2028



Mohammed Sofor Uddin
President



Mohammed Ashraf Uz-Zaman
General Secretary



Mukhlis Khan
Treasurer



Fazlur Rahman
Vice President



Jakir Hossain
Vice President



Shah Md Bodruzzaman
Vice President



Md Nurul Alam
Vice President



Liton Ahmed
Vice President



Ruhena Begum
Vice President



Syed Zahid Hasan
Vice President



Delwar Hussain
Vice President



Jobrul Hussain
Vice President



Md Ashraful Alam
Vice President



Tufael Ahmed
Vice President



Saju Miah
Joint Secretary



Md Majed Ahmed
Joint Secretary



Fawjia Afroj
Joint Secretary



Abdul Kadir
Joint Secretary



Rukshana Parvin
Joint Secretary



Kaniz Fahima Holly
Joint Secretary



Hafiz Asaduz Zaman
Joint Secretary

Executive Committee 2026-2028



Helal Ahmed
Assistant Treasurer



Sahjahan Sattar
Organising Secretary



Fatheha Begum
Asst. Organising Secretary



Soheli Ahmed
Press & Media Secretary



Rahela Rahman
Asst. Press & Media Secretary



Ahmed Miah
Invitation Secretary



Md Rahul Chowdhury
Asst. Invitation Secretary



Arafat Hussain
Office Secretary



Fahim Ahmed
Office Asst. Secretary



Rumana Azad
Education Secretary



Mahmud Ali
Asst. Education Secretary



Md Jamal Ahmed
Welfare Secretary



Fathima Akther Kantha
Asst. Welfare Secretary



Muhammad Misbah Uddin
Religious Secretary



Belal Ahmed
Asst. Religious Secretary



Limon Ahmed
Cultural Secretary



Sulaiman Ahmed
Asst. Cultural Secretary



Tufayel Ahmed
Legal Secretary



Alaya Begum
Asst. Legal Secretary



Amirul Islam
Sports Secretary



Dildar Hussain
Asst Sports Secretary



Fatema Begum
Health Secretary



H M Tarek Ahmed Khan
Asst. Health Secretary



Anwara Begum
Executive Member



Syed A Mostofa
Executive Member



Md Abdul Hamid Nasar
Executive Member



Sayera Begum
Executive Member



Bashir Ahmed Chowdhury
Executive Member



Aminul Haque
Executive Member



Suhayel Ahmed
Executive Member



Mehdi Moin Khan
Executive Member



Jaed Hasan Razib
Executive Member



Md Motiur Rahman Mijan
Executive Member



Md Subel Ahmed
Executive Member



Suhel Ahmed
Executive Member



Iqbal Rauf Chowdhury
Executive Member



Shihabul Islam Anik
Executive Member



Md Atique Rahman
Executive Member



Thera Khatun
Executive Member



Masum Ahmed
Executive Member



Abdul Mumin
Executive Member



Nubel Ahmed
Executive Member

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে অধ্যাপক ডা. হোসাইন আহমদকে সংবর্ধনা

বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকের উদ্যোগে সিলেট উইম্যান মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. হোসাইন আহমদের যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ইউকের সভাপতি মো. লুতফুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজের অন্যতম

ডা. এহতেশামুল হক, প্রিন্সিপাল আনোয়ার আলী, বড়লেখার দাসের বাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হাফিজ আব্দুল করিম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দিন, আইনজীবী অ্যাডভোকেট এবাদুর রহমান সুফিয়ান এবং তরুণ লেখক ও শিল্পী হিফজুর রহমান তাসনীম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা আইডিয়াল সোসাইটি ইউকের কার্যপরিষদ সদস্য সালাহ উদ্দিন, জামিল হোসেন, শামিম উদ্দিন, ওলিউর রহমান, ফারুক আহমদ ও নজরুল ইসলামসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী বড়লেখাবাসীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা ও সমাজসেবায় অবদান রাখা গুণী ব্যক্তিদের সম্মাননা জানানোর মাধ্যমে প্রবাসী সমাজের সঙ্গে মাতৃভূমির সম্পর্ক আরও নিবিড় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পরিচালক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেট মহানগরীর সাবেক সভাপতি শাহরিয়ার আলম শিপার, সংগঠনটির সাবেক সিলেট জেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মুনিম,

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি

বাংলাদেশে শিশু নির্যাতন, বিনা বিচারে আটক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) আইনের অপব্যবহার এবং সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগ তুলে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়েছে ওয়ার্ল্ড



হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন ইউকে। সম্প্রতি দুপুর ১২টার দিকে লন্ডনের ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়। এতে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশু নির্যাতনের ঘটনা তদন্ত, বিনা বিচারে

আটক ব্যক্তিদের বিচারিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য আইসিটি আইন ব্যবহার বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে। স্মারকলিপিতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানানো হয়। এ সময় সংগঠনের উপদেষ্টা এ এস এম মিছবা, সভাপতি আশিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক লাভলু লস্কর এবং সহসভাপতি ড. আজিজুল আশিয়া বক্তব্য দেন। তাঁরা বাংলাদেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। তবে স্মারকলিপি গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ বা এ বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া তাত্ক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্র্যাডফোর্ডে সুধী সমাবেশে অ্যাডভোকেট শিশির মনির বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ছাড়া প্রবাসীরা স্বস্তি পাবে না

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট শিশির মনির বলেছেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের আধুনিকায়ন এবং দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। গত ১২ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্যের ব্র্যাডফোর্ডের কুইন্স হাউস সেন্টারে নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে প্রধান

বিমানবন্দরের মাধ্যমেই এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যোগাযোগ। এগুলোকে যদি মডার্নাইজ করতে না পারি, তাহলে প্রবাসীরা শান্তি পাবে না। তিনি আরও বলেন, যদি সিস্টেমে হয়রানি থাকে, তাহলে যার ক্ষমতা আছে, সে হয়তো সুবিধা পেয়ে যাবে। কিন্তু যার ক্ষমতা নেই, সে কী পাবে? তার তো একটা প্রকার সিস্টেম দরকার। এ জন্য পুরো সিস্টেমটাকে আপ-টু-ডেট করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে লোডিং-আনলোডিংয়ের মতো কাজগুলো ফরেন কোম্পানিকে দিয়ে ম্যানেজ করানো উচিত।

শিশির মনির বলেন, আমাদের অনুরোধ থাকবে, পিজ পলিটিক্যাল সিস্টেমটা ঠিক করুন। অন্যথায় বিদেশিরা বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতে এবং প্রবাসীরা দেশে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। অনুষ্ঠানে বক্তারা দুর্নীতি ও মাদকমুক্ত, জনকল্যাণমূলক নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন, প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, দূরে থেকেও দেশ গড়ার আন্দোলনে তাঁরা সব সময় প্রস্তুত। শিবলী শামছ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং



অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এতে নর্থ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানির প্রসঙ্গ তুলে শিশির মনির বলেন, বিদেশ থেকে যারা বাংলাদেশে যায়, বিশেষ করে আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা যখন দেশে যায়, তাদের জন্য একটা সুন্দর ডেলিভারি সিস্টেম থাকতে হবে। সমুদ্রবন্দর এবং

দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, সকলেই চায় বাংলাদেশে সিস্টেমগুলো পরিবর্তন হোক। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে লাভান করা নয়। বাংলাদেশের জন্য বিদেশে যারা কাজ করছে, তাদের মধ্যে এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। বর্তমান সরকার ও রাজনীতিবিদদের উদ্দেশে

সারওয়ার হোসাইন ও নূরুল আমিন তারেকের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা ইমরান আহমদ চৌধুরী। সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মনজুর আহমদ, আনোয়ার আলী জিতু, সলিসিটার আনসার হাবিব, মুগ্ধ আহমদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম, মাসুম মর্তুজা ও মাথাসিন আলী প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Fast Removal



■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.

For instant Online Quote visit www.fastremoval.com

Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative

WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিস্টার করতে চান?

আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন

07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

SWF SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS

"WE REPRESENT YOUR VOICE"

OUR SERVICES:

IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT



London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR

www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk

Call US Today
020 80904780

লর্ডসে বাংলায় ক্রিকেটের আইন, বিসিবি'র সঙ্গে কাজের কথা জানাল এমসিসি

ক্রিকেটের আইন বাংলাসহ পাঁচটি ভারতীয় ভাষায় সহজলভ্য করেছে ক্রিকেটের আইন প্রণয়ন ও সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকা ঐতিহ্যবাহী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)। এ উদ্যোগের আওতায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গেও কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন এমসিসির ক্রিকেট ও অপারেশনস বিভাগের পরিচালক রব লিঞ্চ।

এবং বাংলাদেশ ও ভারতের ক্রিকেট একাডেমি, স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থা ও ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ উদ্যোগ আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা আছে কি না, তা জানতে চান তিনি।

জবাবে রব লিঞ্চ জানান, ভারতে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ক্রিকেটের আইন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে।



গত বুধবার (১৪ অক্টোবর) লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক আলোচনা ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে এ তথ্য উঠে আসে। 'দ্য লজ অব ক্রিকেট, নাউ ইন ইয়োর ল্যান্ডস্কেপ' শীর্ষক এ আয়োজনে ক্রিকেটের আইন সহজলভ্য করা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেট শিক্ষার প্রসার নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক আজিজুল আশিয়া। বিভিন্ন ভাষায় ক্রিকেটের আইন প্রকাশের উদ্যোগ মাঠপর্যায়ে কীভাবে কার্যকর করা যায়

পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির সঙ্গেও এ বিষয়ে কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাভাষী ক্রিকেটার, কোচ, আম্পায়ার ও দর্শকদের কাছে ক্রিকেটের আইন আরও সহজভাবে পৌঁছে দিতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ম সম্পর্কে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে ক্রিকেটের জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় আইন জানার সুযোগ কার্যকর হতে পারে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্টস

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাংবাদিক নবনীতা সরকার। আলোচনায় অংশ নেন এমসিসির ক্রিকেট আইনবিষয়ক ব্যবস্থাপক ফ্রেজার স্টুয়ার্ট এবং রিবলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী শ্রীকান্ত টাঙ্গুতুরি।

অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করেন প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) সাংবাদিক অদিতি খান্না, দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক আজিজুল আশিয়া এবং সাংবাদিক এ রহমান অলি। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এসের সাংবাদিক মুস্তাক বাপল, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, সাংবাদিক ইমদাদুন খানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

এমসিসির বহুভাষিক উদ্যোগের আওতায় ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মারাঠি ও কন্নড় ভাষায় ক্রিকেটের আইন জানার সুযোগ রয়েছে। অ্যাপটিতে আইন অনুসন্ধান, কুইজ ও বিষয়ভিত্তিক হালনাগাদ তথ্যের সুবিধা রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সহযোগিতায় পরিচালিত এ উদ্যোগের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে কাজ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রিবল, যার উন্নয়ন দল ভারতে কাজ করে।

ক্রিকেটের আইন নিজস্ব ভাষায় জানার সুযোগ বাড়লে খেলোয়াড়, কোচ, আম্পায়ার ও সাধারণ দর্শকদের মধ্যে নিয়ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিসিবির সঙ্গে এমসিসির কাজের বিষয়টি বাংলাদেশের ক্রিকেট অঙ্গনে এ উদ্যোগের বিস্তারের সম্ভাবনাকে সামনে এনেছে। তবে সহযোগিতার নির্দিষ্ট কর্মসূচি ও সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাড়তি কাউন্সিল ট্যাক্স থেকে স্বস্তি পেতে আবেদন করুন

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বাসিন্দাদের জন্য কাউন্সিল ট্যাক্স কন্সট অব লিভিং রিলিফ ফান্ড-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে, যাতে চলমান জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব কমানো যায়। এই তহবিলের আওতায় যোগ্য পরিবারগুলো কাউন্সিল ট্যাক্স বৃদ্ধির অতিরিক্ত অংশ থেকে স্বস্তি পেতে পারেন।



এই সহায়তা বিশেষভাবে সেইসব পরিবারের জন্য, যাদের বার্ষিক সম্মিলিত পারিবারিক আয় ৬০ হাজার পাউন্ডের কম এবং যারা বর্তমানে কাউন্সিল ট্যাক্স রিডাকশন পাচ্ছেন না। যোগ্য আবেদনকারীদের জন্য তহবিলটি কাউন্সিল ট্যাক্সের ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি সমপরিমাণ অর্থ অফসেট করতে সহায়তা করবে, যার ফলে অনেক পরিবারকে অতিরিক্ত এই ব্যয় বহন করতে হবে না।

পাওয়ার

জন্য আবেদনকারীর নাম অবশ্যই কাউন্সিল ট্যাক্স বিলে থাকতে হবে। পরিবারের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৬ হাজার পাউন্ডের কম হতে হবে এবং আবেদনকারীকে ১ এপ্রিল ২০২৪-এর আগে থেকে টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী এবং কাউন্সিল ট্যাক্স বিলে নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

আবেদনের সময় কাউন্সিল ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট নম্বর, পারিবারিক আয়ের প্রমাণ, প্রয়োজন অনুযায়ী মার্চ ও এপ্রিল ২০২৬-এর পে-স্লিপ, স্বনিযুক্তদের হিসাব বিবরণী এবং ইউনিভার্সাল ক্রেডিট গ্রহণকারীদের সর্বশেষ স্টেটমেন্ট জমা দিতে হবে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরে সম্পত্তির কাউন্সিল ট্যাক্স ব্যান্ড অনুযায়ী সর্বোচ্চ অনুদানের পরিমাণ ৭২.১৫ পাউন্ড থেকে ২১৬.২৩ পাউন্ড পর্যন্ত হতে পারে। একক ব্যক্তি ছাড়া (২৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট) প্রাপ্ত পরিবারের ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ ভিন্ন হবে। কাউন্সিল বাসিন্দাদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছে যে আবেদন প্রক্রিয়া চলাকালেও নির্ধারিত সময়ে কাউন্সিল ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। যেসব বাসিন্দা মনে করেন তারা এই সহায়তার জন্য যোগ্য হতে পারেন, তাদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online from anywhere within the UK

SAVE

Time & Travel Cost

Enjoy better rate



www.baexchange.co.uk

Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)

(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)

131 Whitechapel Road, London E1 1DT



আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

**WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER**



88 Mile End Road,
London E1 4UN

Phone : 020 7423 9366

www.allseasonfoods.com

গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত



যুক্তরাজ্যে গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় উত্তর লন্ডনের করিয়াভার রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের সভাপতি মো. আহিদ উদ্দিন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল আলিম ও যুগ্ম সম্পাদক দুলাল আলম। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাওলানা আনোয়ার হোসেন রাব্বানী। সভাপতি উপস্থিত সবাইকে সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও স্বাগত জানান। এ সময় তিনি বিশেষভাবে বিগত কমিটির সদস্যদের গ্রেটার দেউলগ্রামবাসীর সেবায় অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মো. এবাদ হোসেন নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর বিগত কমিটির পক্ষ থেকে নতুন কমিটির কাছে সংগঠনের

সব নথিপত্র ও দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উপস্থিত সদস্যরা নিজ নিজ মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। গঠনমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলোচনায় অংশ নেন ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যাডভোকেট মো. এবাদ হোসেন, ইয়াসিন রহমান ফাভা, সুলতান আহমেদ, মাহবুব আলম, রওশন উদ্দিন আহমেদ, গুলজার হোসেন, মো. ফরিদ উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, আবুল আজাদ শাবুল, মনোয়ার আহমেদ, মাওলানা আনোয়ার হোসেন রাব্বানী, হারুনুর রশিদ, নিমুর ইসলাম জাহাঙ্গীর, আজিম উদ্দিন, সালেহ আহমেদ সেলিম, মো. ময়নুল ইসলাম, আব্দুল আজিজ, মো. আমান উদ্দিন, হেলাল আহমেদ, এম এ খালিক (বাবুল হোসেন) ও জাবেদুর রহমান জাবেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হাউস অব লর্ডসে হোমলেস পোভার্টি রিলিফ ফাউন্ডেশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

যুক্তরাজ্যে গৃহহীন ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পুনর্বাসন, জীবনমান উন্নয়ন এবং স্বাবলম্বিতা অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে 'হোমলেস পোভার্টি রিলিফ ফাউন্ডেশন'। গত ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার লন্ডনের হাউস অব লর্ডসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথ্য প্রদান করেন ব্যারোনেস পলা উদ্দিন।

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, ক্রয়ডনের সাবেক কাউন্সিলর ও মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী অনুষ্ঠানে সংগঠনটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটিতে রয়েছেন রফিকুল হায়দার, নিজামুল হক নোমজুল, রাফেল উদ্দিন, আবুল হুসাইন ও সাফওয়ান চৌধুরী।

বলে আশা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশবিষয়ক মন্ত্রী ও এমপি সারা হুজেনস, এমপি নাতাশা আয়রনস এবং ডেপুটি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রে উইলকিনসন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিয়ানীবাজার ক্যানসার হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাবাব উদ্দিন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি জালাল উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ব্যারিস্টার



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, কমিউনিটি নেতা, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। গৃহহীনতা ও দারিদ্র্য মোকাবিলায় পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনটির উদ্যোগকে স্বাগত জানান অতিথিরা।

অন্যদিকে, উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন টনি লেটস, এমবিএ; ইয়াওয়ার খান; ব্রিজ কালিয়া, জেপি; এবং কাউন্সিলর সদরুজ্জামান খান। ব্যবস্থাপনা কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা তাঁদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখবেন

তারেক চৌধুরী, গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, দৈনিক জনমত-এর সাবেক সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, এলবি২৪-এর ম্যানেজিং এডিটর সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল এবং সাংবাদিক মাহবুব রহমান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

carplanet

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী মালিকানাধীন অন্যতম বৃহৎ
ও পুরস্কারজয়ী ব্যবহৃত গাড়ি পরিবেশক

আপনার পছন্দের গাড়ি খুঁজে নিন

সুলভ মূল্যে সেরা গাড়ি—আমাদের প্রতিশ্রুতি



২০০০-এর বেশি
মানসম্পন্ন গাড়ি



সহজ ও সুবিধাজনক
ফাইন্যান্স সুবিধা



আপনার বাড়িতে
পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা

২০০০-এর বেশি মানসম্পন্ন গাড়ি থেকে বেছে নিন আপনার স্বপ্নের গাড়িটি।
রয়েছে সহজ ও সুবিধাজনক ফাইন্যান্স সুবিধা এবং আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

আমাদের ৩টি শাখা



Watford Branch

Cinnamom House, Baldwins Lane,
Watford, Hertfordshire, WD3 3RT



Tel: 01923 311713



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 17:00



Barnet Branch

Building 4, North London Business Park,
Oakleigh Road South,
Barnet, London, N11 1GN



Tel: 020 8103 9083



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 17:00



Aftersales Mega Centre

17 Suez Road
Enfield, London EN3 7SN



Tel: 01923 932130



Opening hours:

Monday – Saturday: 09:00 – 17:00
Sunday: Closed

বাসায় গিয়ে প্রকৌশলীকে মারধর করলেন বিএনপি নেতা 'সিলেট থাকলে চাঁদা দিতে হবে'

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: সিলেটে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক সহকারী প্রকৌশলীর বাসায় ঢুকে তাকে মারধর ও চাঁদা দাবির অভিযোগ ওঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। চাঁদা না দিলে তাকে সিলেটে থাকতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী প্রকৌশলী।

এ অভিযোগে সিলেটের কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেটের সহকারী প্রকৌশলী মো. শাহীন হোসেন। অভিযুক্ত জাহাঙ্গীর আলম সিলেট মহানগর বিএনপির ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সম্পাদক ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার। প্রকৌশলীর অভিযোগ, গত ১২ অক্টোবর সোমবার রাত তিনটার দিকে নগরীর মোঘলটুলা আবাসিক এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে। প্রকৌশলী শাহীন হোসেন সাধারণ ডায়েরিতে উল্লেখ করেন, ১২ অক্টোবর রাত তিনটার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি তার বাসায় গিয়ে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে একজন নিজের নাম জাহাঙ্গীর বলে জানান এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঠিকাদার হিসেবে পরিচয় দেন। পরিচয় জানার পর দরজা খুলে দিলে তারা বাসায় ঢুকে শাহীন হোসেনের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও মারধর করেন। জিজ্ঞাসিত আরও বলা হয়, হামলাকারীরা বাসার বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর করেন এবং খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এসময় তাকে টেনেহিঁচড়ে বাসা থেকে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এলাকায় থাকতে হলে তাদের টাকা দিতে হবে, অন্যথায় বড় ধরনের ক্ষতি করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগে

উল্লেখ করেছেন তিনি।

শাহীন হোসেন বলেন, ঘটনার পর তিনি সিলেটের জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করেন। জেলা প্রশাসকের পরামর্শে অনলাইনে কোতোয়ালি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। তিনি আরও বলেন, সিলেটে যোগদানের দেড় মাসের মতো হয়েছে তার। এ সময়ের মধ্যে



কাউকে ভালোভাবে চিনে ওঠার সুযোগ হয়নি। তবে অফিসের সূত্রে ঠিকাদার জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে।

তবে রাত তিনটার দিকে প্রকৌশলীর বাসায় যাওয়ার কথা স্বীকার করলেও চাঁদা দাবি ও মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ঠিকাদার জাহাঙ্গীর আলম।

তিনি জানান, গভীর রাতে গাড়ি থেকে নেমে প্রকৌশলী তার বাসায় যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের সঙ্গে তার পরিচয় না থাকায় তারা বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ করেন। পরে তিনি, তার বন্ধু সুমন, বড় ভাই ইকবাল ও এলাকার কয়েকজন মুরবি প্রকৌশলীর বাসায় খোঁজ নিতে যান।

জাহাঙ্গীর আরও জানান, ঘটনাটি মূলত বিভ্রান্তি বা ভুল বোঝাবুঝি থেকে হয়েছে। এর সঙ্গে কোনো আর্থিক লেনদেন বা অনৈতিক বিষয় জড়িত ছিল না। ঘটনার পরদিন অফিসে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শামসুল আরেফিন খান বলেন, তিনি বিষয়টি মৌখিকভাবে শুনেছেন। এ ঘটনায় থানায় জিডি করা হয়েছে। তবে ঘটনাটি তার অফিসে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়েছে, এমন দাবি তিনি অস্বীকার করেন।

এদিকে এ ঘটনায় করা জিডি বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাস্টনুল জাকির। তিনি বলেন, এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ সাধারণ ডায়েরির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাবে না। ভুক্তভোগী প্রকৌশলীকে থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে।

ওসি আরও বলেন, জিডির বিষয়টি নিয়ে প্রকৌশলীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে। শাহীন হোসেন তাকে জানিয়েছেন, দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে লিখিত অভিযোগ দেবেন।

এ বিষয়ে সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন বলেন, বিএনপির কোনো নেতা এমন কাজ করতে পারেন না। যিনি এ কাজ করেছেন, তিনি অপরাধী। তাকে গ্রেপ্তার করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।

নাসিম হোসাইন আরও বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবেও সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রবাসীর স্ত্রীকে হত্যার পর ৬ টুকরো, যুবকের মৃত্যুদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি, ২৩ অক্টোবর ২০২৬: সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে প্রবাসীর স্ত্রী শাহনাজ পারভীন জোৎস্নাকে ফার্মেসির ভেতরে হত্যার পর ৬ টুকরো করা হয়। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আসামি জিতেশ চন্দ্র গোপকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। গত ১২ অক্টোবর সোমবার দুপুরে সুনামগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এ রায় ঘোষণা করেন।



আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের আগে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন (ডেথ রেফারেন্স) নিতে হবে। অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর করা যাবে না। এ সময় পর্যন্ত আসামিকে কারাগারের কনডেমড সেলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মামলার নথি অনুযায়ী, দণ্ডিত জিতেশ চন্দ্র গোপের বাবার নাম যাদব চন্দ্র গোপ এবং মায়ের নাম অনিতা রানি গোপ। তার স্থায়ী বাড়ি কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায়। তিনি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের একটি মার্কেটে ফার্মেসি পরিচালনা ও অবস্থান করতেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে নিখোঁজ হন প্রবাসীর স্ত্রী শাহনাজ পারভীন জোৎস্না। পরদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় একটি ফার্মেসির ভেতর থেকে তার লাশের ৬টি টুকরো উদ্ধার করে পুলিশ।

মামলার এজাহারে বলা হয়, জগন্নাথপুরের ওই ফার্মেসিতে গুপ্ত কিলতে যাওয়ার পর নিখোঁজ হন শাহনাজ। পরে স্বজনেরা খোঁজাখুঁজি করে ফার্মেসির ভেতর তার লাশের ৬টি খণ্ড দেখতে পান। এ ঘটনায় নিহতের ভাই হেলাল আহমদ বাদী হয়ে জিতেশ চন্দ্র গোপসহ অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে জগন্নাথপুর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পড়াইতে চাই

Want to teach

Year 1 to GCSE, Maths and English

Expert and more than 15 years experience in teaching.

Extra care will be taken for inattentive students.

Please contact: Sadath Al Mamun

GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons) LL.M (First Class First)

Contact: Phone: 07817 922 277

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ৪২ | লম্বা, স্লিম | সুদর্শন | উচ্চশিক্ষিত

প্রফেশনাল ব্রিটিশ-বাংলাদেশী পাত্রের (ডিভোর্সড) জন্য
অবিবাহিত/শাট ডিভোর্সড/ব্রিটিশ/নন-ব্রিটিশ/
স্টুডেন্ট, ভিজিটর অথবা ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী
পাত্রী আবশ্যক।

♥ নামাজী, পর্দানশীল, ভালো কনজাভেটিভ
পরিবারের পাত্রী হলে ভালো হয়।

♥ শুধুমাত্র আগ্রহীরা নিচের ইমেইলে পাত্রের
বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

**সুন্দর
একটি জীবনের
সহযাত্রী চাই**

E: sayfuzzamandulal@gmail.com **07804 555235**
WhatsApp message only

Kowaj Jewellers

020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

Highly renowned and
well-established name
in the world of jewellery

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ও
সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান

বিয়ে, এনগেজমেন্ট, ঈদ, পারিবারিক অনুষ্ঠান
কিংবা প্রিয়জনের জন্য বিশেষ উপহার
খুঁজছেন?

চলে আসুন **খোঁয়াজ জুয়েলার্সে**—
গুণগত মান, বিশ্বস্ততা ও আস্থার সঙ্গে
আমরা আছি আপনার পাশে।

Founded by
Late Alhaj
Mohammed Kowaj Ali Khan

310 Bethnal Green Road
London E2 0AG

Tel: 020 7729 2277
Mob: 07885 546 711

আংশিক কারফিউ, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থমকে আছে ফ্রান্সের প্রধান শহরগুলো



দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : টানা কয়েক দিনের রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের পর থমথমে হয়ে পড়েছে পুরো ফ্রান্স। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজধানী প্যারিসসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে জনসমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধের পাশাপাশি রাতে কঠোর আংশিক কারফিউ জারি করা হয়েছে। রাস্তায় পুলিশের টহল আর জনশূন্য সুনসান পরিবেশ ফরাসি শহরগুলোতে এক অবরুদ্ধ আবহ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও 'ইয়েলো ভেস্ট' বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে

দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনতির দিকে যায়। আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শত শত দোকান লুটপাট এবং এক হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য আহত হওয়ার পর সরকার বাধ্য হয়ে কঠোর প্রশাসনিক কড়াকড়ির সিদ্ধান্ত নেয়। বিশেষ করে প্যারিসের ঐতিহাসিক প্লেস দে লা রিপাবলিক ও লেস হ্যালসের মতো জনবহুল বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে সন্ধ্যা ৮টার পর থেকে সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও জমায়েত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গভীর

রাতের আংশিক কারফিউ। রাত ১১টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায়

চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। শুধু প্যারিসই নয়; লিওঁ, নিস ও লিলের মতো বড় শহরগুলোতেও একই ধরনের আংশিক বিধিনিষেধ কার্যকর থাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এসব অঞ্চলেও। সাধারণ মানুষ আতঙ্কে ঘর থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, ফলে ব্যস্ততম শহরগুলো রাত নামার আগেই প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। সহিংসতা পুরোপুরি ঠেকাতে সেনা মোতায়েন কিংবা জরুরি অবস্থা জারির হুমকিও দিয়ে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়েন লেকোর্নু। আগামী শনিবার (২৪ অক্টোবর) বিক্ষোভকারীরা ফের রাজপথে নামার ঘোষণা দেওয়ায় এই থমথমে অবস্থার ভেতরেও এক ধরনের বড় ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ইলহান ওমরের পাশে ওবামা

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ইলহান ওমরের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের তদন্তকে ভয়ংকর বলে আখ্যা দিয়েছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। স্থানীয় সময় ১৮ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন। সূত্র : সিএনএন। বারাক ওবামা বলেছেন, সরকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অন্যতম কঠোর সমালোচককে ভয় দেখানো এবং দেশ থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আইন মেনে চলা একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ওপর ফেডারেল সরকারের পুরো শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। কারণ তিনি প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করার



সাহস দেখিয়েছেন। অন্যদিকে গত সপ্তাহে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, এই তল্লাশির সঙ্গে 'আমার কোনো সম্পর্ক নেই।'

৭২ দেশে ২১,৬৪৭ পাকিস্তানি কারাবন্দি

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : বিশ্বের অন্তত ৭২ দেশের কারাগারে ২১ হাজার ৬৪৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক বন্দি রয়েছে। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রণোত্তর পর্বে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের দেওয়া লিখিত জবাবে বলা হয়, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারাগারে ২১ হাজার ৬৪৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক বন্দি রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশের কারাগারে বন্দি পাকিস্তানিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। দেশটির কারাগারে বন্দি আছেন ৫ হাজার ২৯৭ জন পাকিস্তানি নাগরিক। এরপরই রয়েছে সৌদি আরব। দেশটির কারাগারে বন্দি রয়েছেন ৪ হাজার ৭৭৫ জন পাকিস্তানি। অন্যদিকে, ভারতে বন্দি পাকিস্তানি নাগরিকের সংখ্যা ৭৩৮। যেসব অভিযোগে বন্দি পাকিস্তানিরা : পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিদেশে বন্দি নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- প্রতারণা, মাদক পাচার, যৌন নিপীড়ন, জাল ভিসা বা নথি ব্যবহার, হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ। সংসদের নিম্নকক্ষ জাতীয় পরিষদে এক সদস্যের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়।

প্যারিস শিগগিরই মুসলিম শহরে পরিণত হবে : ট্রাম্প

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : ফ্রান্সে বিক্ষোভ, লুটপাট ও সহিংসতার পর সৃষ্ট অস্থিরতার জন্য অভিবাসনকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার দাবি, অভিবাসন অব্যাহত



থাকলে প্যারিস শিগগিরই একটি 'মুসলিম শহরে' পরিণত হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁসহ ইউরোপীয় নেতাদের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প ফ্রান্সের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কঠোর না করার জন্য দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সমালোচনাও করেন। একই সঙ্গে তিনি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে সীমান্ত বন্ধ করার আহ্বান জানান। তবে প্যারিস শিগগিরই 'মুসলিম শহরে পরিণত' হবে, ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পক্ষে কোনো প্রমাণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। সোমবার ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের

সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ফ্রান্সে চলমান পরিস্থিতির পেছনে অভিবাসনই মূল কারণ। তিনি ম্যাক্রোঁকে সীমান্ত বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন বলেও জানান। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে তিনি আগেই সতর্ক করেছিলেন বলে ট্রাম্প মন্তব্য করেন। তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষকে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া একটি বড় ভুল। এদিকে ফ্রান্সজুড়ে দাঙ্গা ও লুটপাটের ঘটনার পর সেন্ট্রাল প্যারিসের কিছু অংশসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে রাতে কারফিউ জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। প্যারিস পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত প্লাস দে লা রিপাবলিক ও লে আল শপিং এলাকায় কারফিউ থাকবে। সপ্তাহান্তে এসব এলাকায় বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়েছিলেন। এ ছাড়া শহরের কেন্দ্রীয় এলাকার কয়েকটি স্থানে অনুমতি ছাড়া জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণের মার্সেই, বোর্দো, নিস ও লিওঁসহ বিভিন্ন শহর এবং উত্তরের লিল ও অন্যন্য শহরে তরুণদের চলাচল ও জনসমাগম সীমিত করার লক্ষ্যে আংশিক কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরঁ নুমেজ স্বীকার করেন, কয়েকটি শহরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি।

ফ্রান্সের পর ইতালিতেও ছড়িয়ে পড়ছে বিক্ষোভ

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ : প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সের মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে ইতালিতেও। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার ইতালির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ উসকে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘাতে জড়ান পুলিশ সদস্যরা। এতে কমপক্ষে ১৪১ জন পুলিশ সদস্য ও কর্মকর্তা আহত হন।



বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা এবং সরকারি সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগে শনিবার ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ২৮ জনের মধ্যে ১২ জনই অপ্রাপ্তবয়স্ক। শনিবারের তুলনায় গত রবিবারের বিক্ষোভ ছিল আরো বড়। ইতালীয় সংবাদমাধ্যম স্কাই টিজি২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, রবিবার ১৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৪৩ জনকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত করের চাপের প্রতিবাদে 'ইতালিয়া ইন পিয়াজ্জা' ব্যানারে চলছে এই বিক্ষোভ। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী,

শনি ও রবিবারের বিক্ষোভে মিলানে প্রায় পাঁচ হাজার, তুরিনে তিন হাজার, বোলোনিয়ায় দুই হাজার, ব্রেসিয়ায় ৬০০ এবং বেরগামোতে ৮০০ জন মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। মিলানে বিক্ষোভকারীদের কয়েকটি দল পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর, বোতল, আতশবাজি ও ব্যারিকেড ছুড়ে মেরেছে। জবাবে টিয়ার শেল ও জলকামান ব্যবহার করেছে

অভিযোগে এবং তিন নাবালককে 'মলোটভ ককটেল' (পেট্রলবোমা) বহন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। বোলোনিয়ায় রেলস্টেশনের কাছে সংঘর্ষের ঘটনায় পাঁচ নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল, পাথর ও ব্যারিকেড ছুড়েছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করেছে। প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছেন। বিক্ষোভের নামে সহিংসতার দ্ব্যর্থহীন নিন্দা জানাতে তিনি বিরোধী দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, হাজার হাজার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবেও বিক্ষোভ করেছে। উপপ্রধানমন্ত্রী মাওও সালভিনি জানিয়েছেন, তাঁর দল 'লিগ' পাল্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপন করবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত বিক্ষোভ আয়োজনের ক্ষেত্রে আয়োজকদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। মিলানের মেয়র জিউসেপ্পে সালা বলেছেন, বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভের কারণগুলো বোধগম্য হলেও, পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর সহিংসতা এবং শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। বোলোনিয়ার মেয়র মাওও লেপোরেও একইভাবে এই অস্থিরতার নিন্দা জানিয়েছেন। যারা এই বিক্ষোভকে সহিংসতার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে, তাদের থেকে ইতালীয় তরুণ-তরুণীদের দূরে থাকার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা

কিয়ামত দিবসের হিসাবের আগে নিজের হিসাব নিজেই নিন



শায়খ রাশিদ খান

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে আয়-ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে নিয়মিত হিসাব-নিকাশ করে। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-ঈমান, আমল ও আখিরাতের প্রস্তুতি নিয়ে কতটুকু আত্মসমালোচনা করে? দুনিয়ার জীবনে প্রতিটি কাজের হিসাব রাখার পাশাপাশি পরকালের জন্য কতটুকু সঞ্চয় করা হচ্ছে, সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরি। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হিসাব দেওয়ার আগেই নিজের ভালো-মন্দ কাজের পর্যালোচনা করা প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। ইসলামে এই আত্মপর্যালোচনাকে বলা হয় ‘মুহাসাবা’। কথাগুলো বলেছেন বিশিষ্ট ইসলামি

চিন্তাবিদ শায়খ রাশিদ খান। গত ৯ অক্টোবর শুক্রবার ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবায় কথাগুলো বলেন। শায়খ রাশিদ খান বলেন, আমরা অনেকেই রাসুলুল্লাহ (সা:) এর সাহাবি হযরত হানযালা (রা.)-এর ঘটনা জানি। একদিন তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হলেন। পথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা হলে বললেন, ‘হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।’ আবু বকর (রা.) কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমরা যখন রাসুলুল্লাহ (সা:) এর কাছে থাকি, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনি, তখন মনে হয় সবকিছু চোখের সামনে দেখছি। কিন্তু ঘরে ফিরে পরিবার, ব্যবসা ও দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হলে সেই অনুভূতি আর থাকে না।

এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) জানালেন, তাঁরও একই অবস্থা। তাঁরা দুজন রাসুলুল্লাহ (সা:) এর কাছে গেলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, মানুষের ঈমানি অনুভূতি সব সময় একই রকম থাকে না। কখনো ইবাদতে গভীর মনোযোগ আসে, আবার কখনো দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হতে হয়। এটা ই স্বাভাবিক। (সহিহ মুসলিম) শায়খ রাশিদ খান বলেন, এই ঘটনা থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়ার আছে। সাহাবিরা নিজেদের ভালো মুসলমান মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ভুগতেন না। বরং নিজেদের ঈমান ও আমলের হিসাব নিতেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, ‘বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে অবাস্তব আশা পোষণ করে।’ (তিরমিজি)

তিনি বলেন, আমরা ব্যবসার হিসাব রাখি, ব্যাংকের

লেনদেন পরীক্ষা করি, স্বাস্থ্যের যত্ন নিই। কেউ খাবারের ক্যালরি হিসাব করেন, কেউ প্রতিদিন কতটুকু হাঁটলেন তা দেখেন। কিন্তু যে দ্বীন আমাদের আখিরাতে মুক্তির পথ দেখাবে, সেই দ্বীনের ব্যাপারে আমরা অনেক সময় উদাসীন থাকি।

হযরত উমর (রা.)-এর একটি বাণী উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব গ্রহণ করে।’ পবিত্র কোরআনের সূরা হাশরের ১৮ নম্বর আয়াত উল্লেখ করে শায়খ রাশিদ খান বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকের উচিত, আগামীকালের জন্য সে কী পাঠিয়েছে তা পর্যালোচনা করা।’

তিনি বলেন, এখানে আগামীকাল বলতে আখিরাতকে বোঝানো হয়েছে। এমন এক জীবন, যার কোনো শেষ নেই। অথচ আমরা দুনিয়ার সাময়িক জীবন নিয়ে যতটা চিন্তা করি, আখিরাতের অনন্ত জীবন নিয়ে ততটা ভাবি না।

তিনি আরও বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের প্রতিটি কাজের হিসাব নেওয়া হবে। সেদিন আমলনামা দেখে পাপীরা বলবে, ‘হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এ কেমন কিতাব, যা ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি!’ (সূরা কাহফ, ১৮:৪৯)

শায়খ রাশিদ খান বলেন, আত্মহিসাব শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সামাজিক জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আচরণ, কথাবার্তা, প্রতিবেশীর অধিকার, সমাজের পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যের প্রতি দায়িত্বশীলতার বিষয়েও

আত্মসমালোচনা করতে হবে। কেউ ভুল ধরিয়ে দিলে অহংকার না করে বিনয়ের সঙ্গে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত।

খুতবার শেষ পর্যায়ে তিনি মুসল্লিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রতিদিন সম্ভব না হলে অন্তত প্রতি শুক্রবার কয়েক মিনিট সময় বের করে নিজের ভালো ও মন্দ কাজগুলোর পর্যালোচনা করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন-এই সপ্তাহে কী ভালো কাজ করেছি? কাকে কষ্ট দিয়েছি? কারও অধিকার নষ্ট করেছি কি না? কোন ভুলটি সংশোধন করা প্রয়োজন?

তিনি বলেন, নিজের ভুল স্বীকার করুন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান এবং ভালো কাজগুলো অব্যাহত রাখার সংকল্প করুন। সন্তানদেরও আত্মহিসাবের শিক্ষা দিন। মনে রাখতে হবে, আত্ম-সমালোচনা দুর্বলতা নয়; বরং ঈমান, বিনয় ও আত্মশুদ্ধির পরিচয়।

পরিশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেদের হিসাব নেওয়ার তাওফিক, অহংকার থেকে মুক্তি এবং কিয়ামতের দিন সফলকাম হওয়ার জন্য দোয়া করেন।

শায়খ রাশিদ খান : অতিথি খতীব, ইস্ট লন্ডন মসজিদ
। জুমার খুতবা, শুক্রবার ৯ অক্টোবর ২০২৬।

বিবাহের ক্ষেত্রে গায়ের রং বিবেচনা করা

হায়াতুন হুসনা

কোনো নারী যদি কৃষ্ণবর্ণের কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে আগ্রহী না হন, তাহলে এতে তাঁর কোনো গুনাহ নেই। এটি তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়।

একজন নারী যেমন নিজের পছন্দের চেহারা ও স্বভাবের পুরুষকে বিয়ে করার অধিকার রাখেন, তেমনি তিনি এমন কাউকে বেছে নিতে পারেন, যাকে নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। এমনকি তাঁর পছন্দের কারণ যদি সম্পূর্ণ পার্থিব কোনো বিষয়ও হয়-যেমন বংশমর্যাদা, সম্পদ, সৌন্দর্য কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য-তবু শুধু এ কারণে তাঁকে গুনাহগার বলা যায় না।

ইসলামী শরিয়ত কোনো নারীকে এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে বাধ্য করে না, যার গায়ের রং শ্যামবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ এবং যাকে তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না। এ ক্ষেত্রে সে নিজের স্বভাব ও পছন্দের দিকে লক্ষ করুক, অথবা ভবিষ্যতে সন্তানদের কথা বিবেচনা করুক-মূলত এতে তাঁর কোনো দোষ নেই।

তবে একটি বিষয় অবশ্যই নিষিদ্ধ। নারী বিয়ে করুন বা না করুন-গায়ের রং, বংশ, জাতি কিংবা অন্য কোনো পার্থিব বৈশিষ্ট্যের কারণে কোনো মুসলিমের ওপর অহংকার করা, তাকে হেয় করা, অপমান করা কিংবা তার অধিকার নষ্ট করা বৈধ নয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না এবং তাকে তুচ্ছতাক্ষিল্য করে না।

‘তাকওয়া এখানে’-এ কথা বলে তিনি নিজের বৃকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন।

একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান অন্য মুসলিমের জন্য হারাম।”

(মুসলিম, হাদিস : ২৬৫৪)

স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

ইসলামী শরিয়ত একজন নারীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন পুরুষের সঙ্গে বিবাহে বাধ্য করার অনুমতি দেয় না, যাকে সে গ্রহণ করতে চান না। একজন নারী তাঁর পছন্দ ও গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে স্বামী নির্বাচন করতে পারেন।

এমনকি স্বামীর সৌন্দর্য বা বাহ্যিক আকর্ষণও তাঁর পছন্দের একটি কারণ হতে পারে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন নারীকে চারটি বিষয় বিবেচনা করে বিবাহ করা হয়-তাঁর সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য এবং দ্বিন্দারির কারণে। সুতরাং তুমি দ্বিন্দারি নারীকে বেছে নাও; তোমার হাত কল্যাণ লাভ করুক।’

(বুখারি, হাদিস : ৫০৯০; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৪৬৬)

ইমাম কুরতুবি (রহ.) এই হাদিসের ব্যাখ্যা বলেন, ‘নারীকে চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে বিবাহ করা হয়, তাঁর সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বিন। অর্থাৎ এই চারটি বৈশিষ্ট্য সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে বিবাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে। এটি মানুষের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে স্বেচ্ছা; এগুলোর প্রতি উৎসাহ দেওয়ার নির্দেশ নয়। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ হলো, এসব বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি অথবা কোনো একটি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বিবাহ করা বৈধ। তবে দ্বিনকে অগ্রাধিকার দেওয়াই অধিক উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই নবী

(সা.) বলেছেন, ‘দ্বিন্দারি নারীকে বেছে নাও।’ (আল-মুফহিম, ৪/২১৫)

নামাজে শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং সতর্কতা ও প্রতিকার

মাইমুনা আক্তার

সালাত মুমিনের চোখের শীতলতা, ইসলামের প্রধান স্তম্ভ ও জান্নাতের চাবি। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামাজ।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৪) তাই যে বিষয় নামাজের বরকত বিনষ্ট করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব। শয়তান মানুষকে নামাজের উপকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়, আর তার প্রধান হাতিয়ার হলো ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ সৃষ্টি।

অজু নিয়ে সন্দেহ তৈরি : শয়তানের এই চেষ্টা শুরু হয় পবিত্রতা থেকে। অজুর সময় সে মনে সন্দেহ জাগায় যে বায়ু নির্গত হয়েছে কিংবা পেশাবের ফোঁটা পড়েছে।

অনেকের মাঝে এই ওয়াসওয়াসার (সন্দেহ) মাত্রা অনেক বেশি। তাদের উচিত, এ বিষয়টিকে অতিরিক্ত আমলে না নেওয়া। কেননা হাদিস শরিফে এসেছে, ‘আক্বাদ ইবনে তামীম (রহ.)-এর চাচা হতে বর্ণিত : একদা আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হলো যে তার মনে হয়েছিল যেন নামাজের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, সে যেন (নতুন করে অজু করতে) ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।

(বুখারি, হাদিস : ১৩৭)

নামাজের ভেতরে শয়তানের বিভ্রান্তি : অনেক

সময় শয়তান নামাজির অন্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সে রুকু করেছে কি না, সিজদা কি একটা করেছে নাকি দুটি করেছে-এ রকম দ্বিধায় পড়ে যায়। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবিদের এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে নবীজি জানান যে, এটি ‘খিনযাব’ নামের শয়তান। তার উপস্থিতি অনুভব করলে তখন আউজুবিল্লাহ পড়ে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে।

(মুসলিম, হাদিস : ৫৬৩১)

রাকাতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ : এটাও শয়তানের কৌশল। এর প্রতিকার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নামাজের মধ্যে তোমাদের কারো যদি এরূপ সন্দেহ হয় যে তিন রাকাত আদায় করা হলো, না চার রাকাত আদায় করা হলো, তবে সে যে কয় রাকাত আদায় করেছে বলে নিশ্চিত হবে (তিন রাকাত), সে কয় রাকাতকে ভিত্তি ধরে অবশিষ্ট করণীয় করবে। যেমন- সে যদি মনে করে ৩ রাকাত পড়েছে তাহলে আরো ১ রাকাত পড়বে। এরপর সালাম ফেরানোর পূর্বে দুটি সিজদা করবে। এখন সে যদি আগে ৪ রাকাত পড়ে থাকে আর ভুলে আরো এক রাকাত পড়ে নেয় তাহলে এ দুটি সিজদা দ্বারা তার নামাজের জোড়া পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তার নামাজ চার রাকাত হয়ে থাকে, তাহলে (এই) সিজদা দুটি শয়তানের মুখে মাটি নিক্ষেপের শামিল হবে।

(মুসলিম, হাদিস : ১১৫৯)

তাড়াহুড়া করে সালাত পড়া : এটিও শয়তানের ফাঁদ। নবীজি এমন নামাজকে মোনাফিকের নামাজ বলেছেন, যেখানে মানুষ সূর্যের দিকে

তাকিয়ে সময় কাটায় (অর্থাৎ সূর্য ডুবার অনেক সময় বাকি আছে মনে করে সময় অতিবাহিত করে) তারপর দ্রুত কয়েকটি ঠোকর মেরে নামাজ শেষ করে। (মুসলিম, হাদিস : ৬২২)

এই হাদিসটি মূলত ইচ্ছাকৃত আসরের শেষ ওয়াক্তে তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে। নামাজ যে তাড়াহুড়া করে পড়া উচিত নয়, সেটাও প্রমাণ হয়ে যায়। নামাজে স্থিরতা বজায় রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘নিশ্চয় মুমিনরা সফল, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী।’

(সূরা : মুমিনুন, আয়াত : ১-২)

প্রয়োজন ছাড়া এদিক-ওদিক তাকানো : এই কাজকে নবীজি (সা.) শয়তানের ছিনতাই বলেছেন। যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামাজের কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

(বুখারি, হাদিস : ৭৫১)

অন্যদিকে নিজের ওপর অতিরিক্ত কঠোরতা আরোপ করে বারবার একই হরফ পড়া বা অহেতুক সংশয়ে ভোগাও শয়তানের কৌশল। এতে মানুষ ইবাদতের আনন্দ হারায়।

সুতরাং প্রতিটি মুমিনের উচিত, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও সন্দেহে সাড়া না দিয়ে আল্লাহর জিকিরে মনোযোগ দেওয়া উচিত। মহান আল্লাহর কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাওয়া। সন্দেহের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে মনে হলে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। কেননা বর্তমানে বহু মানুষ মানসিক রোগে ভোগে, যা তারা জানেও না।

মহান আল্লাহ সবাইকে খুশখুজুর সহিত ইবাদত-বন্দেগি করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ফ্রান্সের উত্তাল বিক্ষোভের আঁচ প্রবাসীদেরও লাগছে

হাসান ইলিয়াস তানিম

ফ্রান্সে বিক্ষোভের আগুন নতুন নয়; কিন্তু এবারের পরিস্থিতি দেশটির সরকার ও সাধারণ মানুষের জন্য নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন এখন জীবনযাত্রার ব্যয়, জ্বালানির দাম, সরকারি সেবার মান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার সঙ্গে মিশে গেছে।

গত ১৭ অক্টোবর লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নামেন। বেশির ভাগ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করলেও কয়েকটি শহরে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও দোকানপাটে লুটপাট পরিস্থিতিতে ভয়াবহ করে তোলে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরাও, যাদের অনেকের কাছে একটি দোকানই ছিল পরিবারের আয়ের প্রধান ভরসা।

আন্দোলনের শুরু সেন্টেম্বরের শেষদিকে, প্যারিসের উপকণ্ঠের কয়েকটি স্কুলে। শিক্ষকসংকট, শ্রেণিকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, জরাজীর্ণ ভবন এবং পড়াশোনার অনুপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ছিল আগে থেকেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনিশ্চয়তা ও বাড়ি ভাড়ার চাপও তরুণদের হতাশা বাড়িয়েছে। পরে সেই প্রতিবাদে যোগ দেন শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী, বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী এবং আগে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নেওয়া মানুষ। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানির দাম ও সরকারি সেবার কাটছাঁটের আশঙ্কা আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করে তোলে।

১৭ অক্টোবরের বিক্ষোভে কত মানুষ অংশ নিয়েছেন, তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ও আয়োজকদের হিসাব আলাদা। ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে দেশজুড়ে প্রায় পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। আয়োজকদের দাবি, সংখ্যাটি প্রায় আট লাখ। সংঘর্ষ ও লুটপাটের ঘটনায় পরদিন পর্যন্ত দুই হাজার চারশ'র বেশি মানুষকে গ্রেফতারের কথা জানায় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। প্যারিস ছাড়াও মার্সেই, লিওঁ ও অন্যান্য শহরে সহিংসতা ঘটে। লিমোজ শহরের ঐতিহাসিক সিটি হল আগুনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোকানপাটে হামলা এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু এলাকার স্বাভাবিক

জীবন ব্যাহত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, লুটপাট ও সরকারি স্থাপনায় হামলার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়াঁ লেকর্নুও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তার বক্তব্য, সহিংসতার মাধ্যমে সরকারকে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করা যাবে না। ফরাসি সরকার নৈরাজ্যের জন্য উগ্র বামপন্থি গোষ্ঠী ও অপরাধীদের দায়ী করেছে। তবে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সব মানুষকে সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। শান্তিপূর্ণভাবে দাবি জানানো নাগরিকদের অধিকার যেমন রয়েছে, তেমনি লুটপাট ও ভাঙচুরের দায়ও অপরাধীদেরই নিতে হবে।

সরকারের সামনে এখন দুটি কাজ। প্রথমত, মানুষের জানমাল রক্ষা করা এবং অপরাধের সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের পেছনে থাকা সমস্যাগুলোর সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া। শুধু গ্রেফতার বাড়িয়ে বা বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের অসন্তোষ দূর করা সম্ভব নয়। স্কুলে শিক্ষকসংকট, আবাসনের ব্যয়, জ্বালানির দাম এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ না এলে প্রতিবাদ আবারও ছড়িয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে সহিংসতা দীর্ঘায়িত হলে ব্যবসা, পর্যটন ও বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও এ পরিস্থিতিতে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে পারে।

ফ্রান্সের বাইরে বেলজিয়াম, ইতালি, পর্তুগাল ও স্পেনেও সামাজিক অসন্তোষের নানা প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। বেলজিয়ামে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয় ও সংস্কার নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ রয়েছে। ইতালির মিলানে জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে প্রতিবাদ সংঘর্ষে গড়িয়েছে। পর্তুগালের লিসবনে বাড়িভাড়া, আবাসনের সংকট ও দৈনন্দিন খরচের চাপ মানুষকে রাজপথে এনেছে। স্পেনেও বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি, আবাসনের অভাব এবং উচ্ছেদের আশঙ্কা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ চলছে।

ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে জিএসআর ইনফরমেটিক, প্রি জি ইনফরমেটিক, প্রি ডি ইনফরমেটিক, প্যারিস টেলিকম, আয়মান সার্ভিস, ফোন স্টোর, বদি টেলিকম ও রাফিদ ইলেকট্রনিকস। ব্যবসায়ীদের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, সম্মিলিত ক্ষতির পরিমাণ সাত লাখ ইউরো ছাড়িয়ে যেতে পারে।

রাফিদ ইলেকট্রনিকসের মালিক রবিউল হাসান জানিয়েছেন, তার দোকানে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার ইউরো মূল্যের পণ্য ছিল। ফোন স্টোর ও বদি টেলিকমের মালিক আজিম উদ্দিনের হিসাবে, দুই প্রতিষ্ঠানে নগদ অর্থসহ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লাখ আশি হাজার ইউরো। এসব ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে ক্ষতির অঙ্ক যা-ই হোক, এর পেছনে রয়েছে বহু বছরের পরিশ্রম, ঋণ, সঞ্চয় এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা। দোকান বন্ধ রেখেও যারা নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করতে পারেননি, তাদের অনিশ্চয়তা আরও গভীর।

ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশিদের এখন পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের, লুট হওয়া পণ্যের তালিকা তৈরি এবং ক্রয় রসিদ, ছবি ও সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করা জরুরি। বিমা থাকলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। যাদের বিমা নেই, তাদের জন্য আইনি সহায়তা ও জরুরি আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করতে স্থানীয় বাংলাদেশি সংগঠনগুলো উদ্যোগ নিতে পারে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, জরুরি সময়ে পুলিশি সহায়তা পেতে কেউ কেউ সমস্যায় পড়েছেন। এসব অভিযোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় প্রতিকার চাওয়া দরকার।

বাংলাদেশ দূতাবাসের দায়িত্বও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ, ফরাসি প্রশাসনের কাছে তাদের উদ্বেগ তুলে ধরা এবং অভিযোগ, বিমা ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া দরকার। দূতাবাসের পক্ষে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ করা সম্ভব। বাংলাদেশি কমিউনিটি সংগঠনগুলোর উচিত ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য একত্র করা, আইনজীবীদের সহায়তা নেওয়া এবং প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্বচ্ছ তহবিল গঠন করা। সহায়তার নামে অর্থ সংগ্রহ করলে তার হিসাবও সবার সামনে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। উত্তেজনাপূর্ণ এলাকা এড়িয়ে চলা, স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা মেনে চলা এবং যাচাই না করা খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরি। কোনো ব্যক্তির অপরাধের দায় পুরো বাংলাদেশি জনগোষ্ঠীর ওপর চাপানো অন্যায়। আবার অপরাধের

ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টাও কমিউনিটির স্বার্থরক্ষা করে না। আইন মেনে চলা, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সংকটে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোই এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নজরে রাখা দরকার। ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে অভিবাসন, নিরাপত্তা ও অর্থনীতি নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হতে পারে। মারিন ল্যা পেনের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল র্যালি দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসননীতি কঠোর করার পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সহিংসতার পর অভিবাসন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা নতুন মাত্রা পেতে পারে। তবে বর্তমান বিক্ষোভের কারণে ভবিষ্যতে কোনো দল ক্ষমতায় আসবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। বাংলাদেশ সরকারের উচিত ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা এবং যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, তার সঙ্গে নিয়মিত কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখা।

ফ্রান্সে বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা ও ব্যবসার পরিবেশ শুধু প্রবাসীদের ব্যক্তিগত বিষয় নয়। তাদের কাজ, বিনিয়োগ ও অর্থ পাঠানোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং দুই দেশের সম্পর্কও জড়িত। তাই দূতাবাসের নিয়মিত যোগাযোগ, কার্যকর কনসুলার সেবা এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা আরও জোরদার করা দরকার। একইসঙ্গে প্রবাসী সংগঠনগুলোর উচিত দলীয় বিভাজনের বাইরে থেকে মানুষের বাস্তব সমস্যা নিয়ে কাজ করা।

ফ্রান্সের রাজপথে এখন যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, তার সমাধান শুধু কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থায় হবে না। সরকারের দায়িত্ব সহিংসতা ঠেকানো, অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগের জবাব দেওয়া। আর বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য এ মুহূর্তের অগ্রাধিকার নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য প্রতিকার চাওয়া এবং সংগঠিতভাবে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানো। সংকটের সময়ে তাদের পাশে কার্যকরভাবে দাঁড়াতে পারলে দূতাবাস ও কমিউনিটি সংগঠন দুটিই প্রবাসীদের আস্থার জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

হাসান ইলিয়াস তানিম : সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী; গ্লোবাল কমিউনিটির সদস্য, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল



HAMLET

ACCOUNTANTS

Chartered Certified Accountants & Tax Advisers



Our Services:

- Limited Company Accounts
- Self Assessment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

266-268 Bethnal Green Road
London E2 OAG

info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk

Call us today:
020 3720 0406

Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

***Special discount for Minicab and Small businesses**

***FREE Tax and Business Consultancy Services**





যত খুশি তত খান

বাফেট

£15.99

৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

Restaurant & Sweetmeat

ফিফ্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট



For Party Booking: 020 7377 6112

245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB



Islamic & English

Nikah Registered Kazi, London

ইসলামিক এন্ড ইংলিশ

নিকাহ রেজিস্টার্ড কাজী, লন্ডন



মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.



জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা

নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ

উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব এতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিঙ্গাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।



UK Bank Details: HSBC Bank

Ac No: 41538829

Sort Code: 40-02-33



লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।

দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া



আল-কিবলা হজ্জ উমরাহ সার্ভিস

দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।




কাজী মাওলানা শামসুল হক (ছাতকী)

খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন

প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক

চেয়ারম্যান, মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে

Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

সৌদিতে দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কেন চূড়ান্ত সতর্কতা-ঘণ্টা

হেলাল মহিউদ্দীন

১৩ অক্টোবর ২০২৬

১৩ অক্টোবর ২০২৬

দেশজুড়ে মক্কার দুই মৃত্যুদণ্ড এবার যতটা আলোড়ন তুলেছে, আগে কখনোই তেমনটি দেখা যায়নি। পেছনে যৌক্তিক কারণ অসংখ্য। রাষ্ট্র আদৌ ঠিকঠাক চলছে কি না, প্রশ্নটি উঠেছে সবচেয়ে বেশি। কারণ, ১৬ অক্টোবর ২০২৬-এর পত্রিকাগুলো জানায় নজরুল ইসলাম বাসির ও সুইটি (শিথি) আখতারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কথা ঢাকা জানতই না।

সব পত্রিকার একই ভাষ্য, সৌদি প্রেস এজেন্সি খবর দেওয়ার পর ১৫ অক্টোবর জেদ্দা কনসুলেট সৌদি পররাষ্ট্র দপ্তরকে চিঠি পাঠায়। জেদ্দা কনসুলেটের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিচার চলা বা দণ্ড কার্যকর নিয়ে কোনো নোটিফিকেশন বা কূটনৈতিক পত্র তারা পাননি। সৌদি বিবৃতিতে শুধু দুটি নাম ছাড়া আকামা বা পাসপোর্টের তথ্যটুকুও ছিল না।

কিন্তু ১৯ অক্টোবরের ডেইলি স্টার জানাচ্ছে, সৌদি কর্তৃপক্ষ সেক্টেঘরেই প্রায় ২ হাজার ৫০০ বন্দীর একটি তালিকা দিয়েছিল, যাতে নজরুল ও সুইটির নামও ছিল। কিন্তু তালিকায় মৃত্যুদণ্ডের কথা লেখা ছিল না। একজনের অপরাধ লেখা ছিল ‘অ্যাডালটারি’ বা বিবাহ-বহির্ভূত যৌনক্রিয়া। তাহলে কনসুলেট কি অসত্য অজুহাত খাঁড়া করেছে?

সৌদি আরব যেহেতু সেক্টেঘরেই বন্দীদের বিষয়ে তথ্য চেয়েছিল, কনসুলেট কেন সময়ের গুরুত্ব বুঝল না, তথ্যগুলো যথাসময়ে দিল না বা মামলা অনুসরণের উদ্যোগ নিল না? আশঙ্কা বেড়েছে দু-একটি পত্রিকা যখন জানিয়েছে জেদ্দার আদালতে মামলাটি কয়েক মাস ধরে চলেছিল। দুজন বাংলাদেশি নাকি দোভাষীর কাজও করেছেন। বিচার চলল মাসের পর মাস। বাংলাদেশিরাই দোভাষী। অথচ মিশন টের পেল না কিছুই। বিষয়টি অবশ্যই অস্বাভাবিক।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরব উভয় দেশই ১৯৬৩ সালের ভিয়েনা কনসুলার সনদে স্বাক্ষরকারী পক্ষ। সনদের ৩৬ অনুচ্ছেদে কনসুলেটকে দ্রুত জানানোর বাধ্যবাধকতা আছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বন্দীকে অনুরোধ করতে হয়। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা সম্ভব বাসির এবং সিতির জেনেভা কনভেনশন বোঝার কথা নয়। মহা শিক্ষিতদের কজনই বা জানি ৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদের কথা।

সৌদি পক্ষ জানায়নি বটে, সেক্টেঘরে ২ হাজার ৫০০ জনের তালিকায় ‘অ্যাডালটারি’ শব্দ দেখেই তো দূতবাসের দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেওয়ার কথা। ভয়াবহ বিপদ আসন্ন, এটা বুঝতে পারার ব্যর্থতা কোনোভাবেই কি ক্ষমার যোগ্য?

২. বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিদেশের দূতাবাসগুলোর কোনো সাফল্য নেই, এমন ঢালাও অভিযোগও অনুচিত। দূতাবাসগুলোর চেষ্টিয় ২০১২ থেকে ২০১৬ সালে ২০টি দেশ থেকে ৪৯ হাজার ৫০৩ জন মুক্তি পান। এর মধ্যে সৌদি আরব থেকে ১৭ হাজার ৩৩৫ জন আর আমিরাত থেকে প্রায় ৫ হাজার। সৌদি আরবে বাংলাদেশ কনসুলেট বিভিন্ন সময় গুরুতর অপরাধে বন্দী নন এমন প্রবাসীদের জন্য রাজকীয় ক্ষমার আবেদন নিয়মিতই করেছেন এবং করে চলেছেন, সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিশাল সংখ্যাটি দেখে অতি-উল্লসিত হওয়ারও কিছু নেই। সৌদিফেরত ১৭ হাজারের বড় অংশ আকামা বা ভিসার মেয়াদ পেরোনো শ্রমিক। অন্য দেশের অন্যান্য ফেরত আসা ব্যক্তিরাও মূলত অবৈধ অভিবাসী। তাঁদের ‘মুক্তি’ আসলে বিমানের টিকিট আর আউট-পাস জোগাড় করে দেওয়ার বেশি কিছু নয়। সন্দেহ নেই কাজটা জরুরি এবং মানবিক। একেবারে ছোট দায়িত্বও বলছি না। তবে এটি রুটিন প্রশাসনিক কাজের অংশ। পৃথিবীর ছোট-বড় সব দেশের সব দূতাবাস কাজটি সার্থকভাবেই করে।

প্রতিবছর রমজানে, দুই ঈদে, মহানবী (সাঃ) এর ওফাত দিবসে সাধারণ ক্ষমায় মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশ থেকেই বন্দী ও লঘু অপরাধীদের স্বদেশে ফেরত যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ২০১২ সালে বাদশাহ আবদুল্লাহ সাধারণ ক্ষমা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ও রক্তপণের দায়ে বিপুলসংখ্যক বন্দীদের মুক্ত করেছিলেন। ২০১২ সালে বড় সংখ্যায় দণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশিদের ফেরত পাওয়ার পেছনে সেই সাধারণ ক্ষমাও একটি বড় কারণ। বাদশাহর ক্ষমার সুবিধাটি সব দেশের লঘু অপরাধীরাই পেয়েছেন।

তবে ২০২১ সালে সৌদি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের গভর্নর একজন বাংলাদেশিকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দেন এবং দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের তৎকালীন সৌদি দূতাবাস বিষয়টিতে সক্রিয় ছিল অনুমান করা যায় এবং সাধুবাদও পেতে পারেন সে কারণে।

৭ অক্টোবর ২০১১ ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি কালো দিন। এক মিসরীয় গ্রহরীকে হত্যার দায়ে আট বাংলাদেশি শ্রমিকের শিরশ্ছেদ হয় সেদিন। বাংলাদেশ বারবার ক্ষমা-আবেদনের কমতি রাখেনি। ক্ষতিগ্রস্তর পরিবারকে রক্তপণ দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিল বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, রক্তপণ শেষ উপায়। যদি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ দাবি করে এবং অর্থ পরিশোধ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তর পরিবার অপরাধীদের ক্ষমা করে দিতে রাজি হয়, তাহলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকেও মুক্ত করে দেওয়া হয়। দূর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশ সরকারের সর্বাঙ্গিক চেষ্টার পরও মিসরীয় গ্রহরীটির পরিবার রক্তপণ গ্রহণে রাজি হয়নি। ফলে আটজনের শিরশ্ছেদ ঠেকানো যায়নি।

এগুলো ‘কিসাস’ মামলা। এ ধরনের মামলায় ক্ষমার চাবিটি থাকে শুধুই নিহত ব্যক্তির পরিবারের হাতে। শরিয়া কোর্ট এই বিষয়ে ক্ষমতাহীন। আটজনের মৃত্যুদণ্ড ঠেকাতে রাষ্ট্রপক্ষের আন্তরিক চেষ্টা আশাবাদী করলেও আরেকটি বিষয়ে দারুণ হতাশও করেছে সেই একই বছরেই।

২০১১ সালে না জানিয়ে রুয়াতি নামের গৃহকর্মীর শিরশ্ছেদের পর জাকার্তা সৌদিতে গৃহকর্মী পাঠানো স্থগিত করে। আবার ২০১৪ সালে সাতিনাহ নামে আরেকজনকে বাঁচাতে সরকার নিজে প্রায় ১৮-১৯ লাখ ডলার রক্তপণ দেয়। জাকার্তার চেষ্টিয় সাতিনাহর ফাঁসি পাঁচবার পিছিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়োধোয়োনো নিজে সৌদি কর্তৃপক্ষকে তিনটি চিঠি দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরও চারজনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

২০১১ সালের অক্টোবরে অর্থাৎ একই মাসে, দাম্মাম কারাগারে আটক প্রায় ৫০০ বাংলাদেশিকে ফেরাতে সরকারের পদক্ষেপ জানতে চান দাম্মামের হাইকোর্ট। অর্থাৎ সৌদি সরকার সাধারণ ক্ষমায় লঘু অপরাধীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে রাজি ছিল। কিন্তু দূতাবাসের ওদাসীনে

টিকিট আর আউট-পাস হয়নি। ওদাসীন্য স্পষ্ট ছিল প্রশাসনিক দলিল প্রস্তুতিতে। সেগুলোতে প্রচুর ভুলত্রুটি ও তথ্য উপস্থাপনার অসংগতি ছিল।

চেষ্টা করলে সাফল্য কি আসলেই অধরা থাকে- উত্তর হচ্ছে না। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে আমিরাতে হাসিনাবিরোধী বিক্ষোভের দায়ে দ্রুত বিচারে ৫৭ জন দণ্ড পান। ৩ জন যাবজ্জীবন আর ৫৩ জন ১০ বছর কারাবাসের দণ্ড পান। হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়া ড. ইউনূসের সঙ্গে ফোনালাপের এক সপ্তাহের মধ্যেই আমিরাতের প্রেসিডেন্ট তাঁদের ক্ষমা করেন।

৩. স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও বাংলাদেশ দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দী হস্তান্তর চুক্তি করেছে শুধু ভারত আর আমিরাতের সঙ্গে, যথাক্রমে ২০১০ এবং ২০১৪ তে। ২০২৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির বিড়ি প্রতিদিন পত্রিকার ইংরেজি সংখ্যায় লুৎফুল হক একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল-দুহাইলান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, সৌদি সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে বন্দী প্রত্যাবাসন চুক্তিতে আগ্রহী। বাংলাদেশের এতে আপত্তি নেই, প্রস্তাব পেলে সরকার বিবেচনা করবে।

অর্থাৎ সৌদি আরবই আগ বাড়িয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি চুক্তির অগ্রহ দেখিয়েছিল। উদ্যোগটা এসেছে রিয়াদ থেকে, ঢাকা থেকে নয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাবসাব দেখালেন আমেরিকার সেক্রেটারি অব স্টেটের মতো। কোথায় প্রস্তাব লুফে নেনেন, উঠেপড়ে লাগবেন-জানালেন প্রস্তাব পেলে বিবেচনা। যেন সৌদি আরবই ঠেকায় পড়েছে। বাংলাদেশের অত দায়-দরকার নেই! অথচ সৌদি আরবের সঙ্গে ভারত ২০১০ সালেই এ চুক্তি করেছে।

৪. ইন্দোনেশিয়া একজন নাগরিকের প্রাণ বাঁচাতে রক্তপণের টাকা তুলে, আইনজীবী নিয়োগ করে, বছরের পর বছর পরিবারের সঙ্গে দর-কষাকষি চালিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্নে দেশটির অবস্থান গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো।

২০১১ সালে না জানিয়ে রুয়াতি নামের গৃহকর্মীর শিরশ্ছেদের পর জাকার্তা সৌদিতে গৃহকর্মী পাঠানো স্থগিত করে। আবার ২০১৪ সালে সাতিনাহ নামে আরেকজনকে বাঁচাতে সরকার নিজে প্রায় ১৮-১৯ লাখ ডলার রক্তপণ দেয়। জাকার্তার চেষ্টিয় সাতিনাহর ফাঁসি পাঁচবার পিছিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়োধোয়োনো নিজে সৌদি কর্তৃপক্ষকে তিনটি চিঠি দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আরও চারজনের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ফিলিপাইন ২০১১ সালে গৃহকর্মীদের নানতম মজুরি দাবি করলে সৌদি আরব নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। ম্যানিলা কিন্তু মোটেই পিছু হটেনি। শেষে রিয়াদ মাসে ৪০০ ডলার মজুরিতে রাজি হয়। ২০১৩ সালের মে মাসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিমতে, ১ হাজার ৫০০ রিয়াল নূনতম বেতন, সাপ্তাহিক ছুটি, বেতনসহ ছুটি, পাসপোর্ট আটকে না রাখা, মুক্ত যোগাযোগ আর ২৪ ঘণ্টার সহায়তা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক, এঁষিক্ত নয়।

ফিলিপাইন আবার ২০১৮ সালে কুয়েতে গৃহকর্মী জোয়ানা ডেমাফেলিসের লাশ ফ্রিজারে পাওয়ার পর শ্রমশক্তি কুয়েতে পাঠানো পুরোপুরিই বন্ধ করে দেয়। ১১ মে ২০১৮ তে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে আদায় করে নেয় শ্রমিকের নিজের ফোন রাখা, ২৪ ঘণ্টার হটলাইন আর উদ্ধারকাজে দূতাবাসকে সাহায্যের জন্য বিশেষ পুলিশ ইউনিটের সহায়তা পাওয়ার অধিকার।

রবিন রদ্রিগ্জের বই মাইগ্র্যান্টস ফর এক্সপোর্ট ফিলিপাইনকে ‘শ্রম দালাল রাষ্ট্র’ উপাধি দিয়ে সমালোচনা করলেও অকপটে স্বীকার করেছে-ফিলিপাইন অবশ্য প্রমাণ করে দিয়েছে রাষ্ট্র চাইলে শ্রমিক রপ্তানিকে তার কল্যাণ দপ্তর, শ্রম অ্যাটর্শে আর আইনি সহায়তা কাঠামোর মাধ্যমে বেশ কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলে বাঁধতে পারে।

তাসনিম সিদ্দিকী তখনই বলেছিলেন, সৌদিতে ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া কর্মী পাঠানো বন্ধ রাখায় বাংলাদেশের দর কষার সুযোগ ছিল আর দূতাবাস থেকে নারী কর্মীদের মাসে অন্তত একটি ফোন করার দাবিও তুলেছিলেন। বায়রা সভাপতি স্বীকার করলেন, তাঁরা বাজার খোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। যে মুহূর্তে আমাদের হাতে ছিল তুরূপের তাস-আমরা সুরক্ষা, সম্মান, মর্যাদা না চেয়ে বাজার বাজার করে চেষ্টিয়েছি।

শ্রম রপ্তানির আগে শ্রম কল্যাণে ভারতও পিছিয়ে থাকেনি। ২ জানুয়ারি ২০১৪ সালে সৌদি আরবের সঙ্গে গৃহকর্মী নিয়োগ চুক্তিতে নিয়োগ খরচ বেতন থেকে কাটা নিষিদ্ধ হয়। শ্রমিকের নামে ব্যাংক হিসাব, ২৪ ঘণ্টার সহায়তা আর জরুরি অবস্থায় এক্সিট ভিসার ব্যবস্থা রাখা হয়। একই মাসে শ্রীলঙ্কাও প্রায় একই রকম চুক্তি করে।

অথচ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বাংলাদেশ যে গৃহকর্মী চুক্তি করে, তাতে মজুরি ধরা হয় মাত্র ৮০০ রিয়াল। ফিলিপাইনের প্রায় অর্ধেক। আরএমএমআরইউর (রামরু) তাসনিম সিদ্দিকী তখনই বলেছিলেন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া কর্মী পাঠানো বন্ধ রাখায় বাংলাদেশের দর কষার সুযোগ ছিল, আর দূতাবাস থেকে নারী কর্মীদের মাসে অন্তত একটি ফোন করার দাবিও তুলেছিলেন। বায়রা সভাপতি স্বীকার করলেন, তাঁরা বাজার খোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। যে মুহূর্তে আমাদের হাতে ছিল তুরূপের তাস-আমরা সুরক্ষা, সম্মান, মর্যাদা না চেয়ে বাজার বাজার করে চেষ্টিয়েছি।

৫. বাসির-শিথি মৃত্যুদণ্ডের রায়টি একেবারেই অস্বাভাবিক ও খটকা জাগানোর মতো। যুক্তিবুদ্ধিতে কুলানোর ধারেকাছেও নয়।

আদালত দণ্ড দিয়েছেন শরিয়াহর ‘তাআজির’ বা বিচারকের স্বেচ্ছাধীন শাস্তির বিধানে। ইসলামি ফৌজদারি আইনে অপরাধের বিচারের ধারা তিনটি; হদ, কিসাস আর তাজির। জেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি হদ-এর আওতাধীন। অর্থাৎ কোরআন-সুন্নাহ নির্ধারিত শাস্তি। হদ প্রমাণের শর্তও দারুণ সুকঠিন। চারজন প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষী হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাঁদের নির্ভরযোগ্য হতে হবে, অর্থাৎ আমলনামায় কোনো কালি থাকতে পারবে না। আগে মিথ্যা বলার অপরাধে বা অন্য যেকোনো অপরাধে সাজা খেটে থাকলে বা কোনো অপরাধ বা গুরুতর অভিযোগ নথিভুক্ত থাকলে তারা সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য।

প্রমাণে সামান্য সন্দেহ থাকলেও হদ মওকুফ হয়ে যাবে। ফিকাহ শাস্ত্রবিশারদ বা ফকিহ, যারা ফতোয়া দেওয়ার পর্যায়ের জ্ঞানবান, তাঁদের দেওয়া সবচেয়ে প্রচলিত ও সর্বমহলে গৃহীত ফতোয়াটি হচ্ছে, ‘সন্দেহ থাকলেই হদ বাতিল’। হদ-এ অভিযুক্তদের অধিকারও স্বীকৃত। তারা স্বেচ্ছায় বারবার ভিন্ন ভিন্ন স্বীকারোক্তি যেমন দিতে পারেন, আগের বক্তব্য প্রত্যাহারও করতে

পারেন। এ রকম পদ্ধতির অন্তর্নিহিত দর্শন সম্ভবত আধুনিক বিচারব্যবস্থার মতোই, বিচারাধীন অভিযুক্তদের ভয়ভীতিসহ নানা কারণেই মানসিক সুস্থিতি সব সময় নির্ভরযোগ্য স্বীকারোক্তি দেওয়ার মতো থাকে না।

তাজির কিন্তু উলটো। সাধারণত ছোট অপরাধের বিচার। ছিঁচকে অপরাধ, প্রতারণা, অশ্লীল গালাগালি, মারামারি-হাতাহাতি ইত্যাদির বিচার। প্রায় সব মাজহাবের ধর্মবেত্তাদের মত একইচ্ছতাজিরি কখনোই এ রকম মাত্রাছাড়া হতে পারবে না, যা হদ-এর কাছাকাছি শাস্তি মনে হতে পারে। সাধারণত তাজির-এ দশ বেত্রাঘাতের বেশি শাস্তিতে না যাওয়ার বিধান দিয়েছেন বহু আলেম। নিরুৎসাহিত করেছেন কঠিন শাস্তি। তবে এটা সত্যি সৌদি আরব মাদক মামলাতেও আগে দুএকজনকে তাজিরে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। সেগুলোর বিষয়ে যথেষ্ট আন্তর্জাতিক সমালোচনা রয়েছে।

বলা হচ্ছে, বাসির-সিতির অপরাধটি ‘অনৈতিক সম্পর্ক’, এটি হতে পারে ‘জেনা’ পর্যন্ত। তাহলে হদ না হয়ে তাজির কেন? চার সাক্ষী কোথায়? অকাট্য প্রমাণ কোথায়? দুজন বাংলাদেশি দোভাষী নাকি ছিল। তারা কারা, কী পরিচয়? এটি আসলে বিচারিক হত্যাকাণ্ড নয় তো?

রুভলফ পিটার্সে তাঁর ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট ইন ইসলামিক ল বইতে হদ, কিসাস আর তাজিরের পার্থক্য ও প্রয়োগবিধি শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন তাজিরের অধীনে কঠোর শাস্তির পেছনে মূল অপরাধের আইনানুগ বিবেচনার বাইরে অন্য কোনো গৃঢ় কারণ থাকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর কি কারণটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করবে। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনে হলে জনসমক্ষে প্রচার না করে; ক্লাসিফায়েড’ রেখে নিজেদের ভবিতব্য নির্ধারণের একটি পাঠ হিসেবে হলেও তাঁদের কারণ অনুসন্ধানে নামা দরকার।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্তত চারটি বিষয়ে সর্বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে।

এক. প্রতিটি মিশনে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য মামলার একটি তালিকা ও নজরদারি সেল তৈরি করা, যেখানে প্রতি মাসে কারাগার ও আদালতের হালনাগাদ তথ্য থাকবে।

দুই. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল থেকে আইনজীবী, স্বাধীন দোভাষী আর প্রয়োজনে রক্তপণের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখবে, যেমনটা ইন্দোনেশিয়া করেছে।

তিন. সৌদি আরব নিজেই যে বন্দী হস্তান্তর চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল, সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং দ্রুত চুক্তিতে পরিণত করা। চার. পরের প্রতিটি শ্রম চুক্তিতে কনসুলার নোটিফিকেশন ও আইনি সহায়তার ধারা আলাদা করে লেখা।

বাসির-সিতিকে আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু অবহেলা-ওদাসীনে প্রবাস শ্রমজীবীদের আর একটি প্রাণও যেন ক্ষয় না হয়, সেই দায় ও দায়িত্ব নেওয়ার এখনই সময় রাষ্ট্রের। এই দুটি মৃত্যুদণ্ডকে গণ্য করতে হবে রাষ্ট্রপক্ষের জন্য চূড়ান্ত সতর্কতা-ঘণ্টা হিসেবে।

ড. হেলাল মহিউদ্দীন শিক্ষক : লিবারেল আর্টস, ম্যেভিল স্টেট ইউনিভার্সিটি, নর্থ ডেকোটা, যুক্তরাষ্ট্র

শ্রীর খোঁজে ১৫ বছর ধরে শেষ পৃষ্ঠার পর ...

সমুদ্রের গভীরে কোথাও হয়তো অপেক্ষা করছেন তার স্ত্রী।

জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মিয়াগি প্রিফেকচারের ওনাগাওয়া বন্দর থেকে ছোট মাছ ধরার নৌকায় চড়ে সাগরের দিকে যাত্রা করেন ইয়াসুও। উপকূল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে মাস্ক, অক্সিজেন ট্যাংক ও ওজনযুক্ত বেলট পরে নেমে পড়েন ঠান্ডা পানিতে। এভাবেই ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন স্ত্রীর খোঁজ। ২০১১ সালের ১১ মার্চ জাপানের উত্তর-পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর সৃষ্ট সুনামি। বিশাল ঢেউ উপকূলের প্রায় ১০ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পড়ে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই সুনামিতেই নিখোঁজ হন ইউকো।

দুর্যোগের দিন সকালে স্ত্রীকে তার কর্মস্থলে নামিয়ে দিয়েছিলেন ইয়াসুও। গাড়িতে যাওয়ার সময় দুজন কথা বলেছিলেন রাতের খাবারে কী খাওয়া হবে, তা নিয়ে। কে জানত, সেটিই হবে তাদের শেষ কথোপকথন। সুনামির সতর্কসংকেত বেজে উঠলে ইউকো ও তার ১২ সহকর্মী ভবনের ছাদে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে স্বামীকে একটি বার্তা পাঠান তিনি, ‘তুমি কি নিরাপদে আছ? আমি বাড়ি যেতে চাই।’

বার্তাটি পেয়ে ইয়াসুও ভেবেছিলেন, স্ত্রী নিরাপদেই আছেন। কিন্তু পরদিন বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের আশ্রয় নেওয়া পৌর হাসপাতালে গিয়ে ইউকোকে খুঁজে পাননি তিনি। পরে জানতে পারেন, সুনামির পানিতে ভেসে গেছেন তার স্ত্রী।

ইয়াসুও বলেন, ‘আমাকে বলা হয়েছিল, সুনামি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এরপর আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। মনে হয়েছিল, আমার সমস্ত শক্তি যেন ভেসে গেছে।’ দুর্যোগের পর দিনের পর দিন উদ্ধারকর্মীরা উপকূল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। তবে ইউকোর মতো অনেক নিখোঁজ ব্যক্তির আর কোনো সন্ধান মেলেনি। প্রায় দুই বছর ধরে জাপানের উপকূলরক্ষী বাহিনীর ডুবুরিদের তল্লাশি করতে দেখেছেন ইয়াসুও। এরপর নিজেই ডুব দেওয়া শেখার সিদ্ধান্ত নেন।

তার ভাষায়, ‘আমি ডুব দিতে শিখলাম। আমার মনে হতো, যত দিন ডুব দেওয়া চালিয়ে যাব, একদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবে।’

এরপর থেকে ৭৬০টিরও বেশি ডুব দিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ ডুবটি ছিল তার ৭৬৩তম।

সমুদ্রের গভীরে স্ত্রীকে খোঁজেন

ইউকোর দেহাবশেষ কখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রচলিত রীতিতে স্ত্রীর কবরের পাশে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগও নেই ইয়াসুওর। তার কাছে সমুদ্রে ডুব দেওয়া এখন শুধু অনুসন্ধান নয়, স্ত্রীকে স্মরণ করার একান্ত নিজস্ব উপায়।

ইয়াসুও বলেন, ‘বারবার ডুব দেওয়ার পর আমার মনে হতে লাগল, সে হয়তো আশপাশেই আছে। এটা কবরে গিয়ে স্মরণ করার চেয়ে আলাদা। কারণ, সে তো কবরে নেই। বরং মনে হয়, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।’

বিচার-প্রক্রিয়া নিয়ে ধোঁয়াশা

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে পাঠানো একটি গোপনীয় নথিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ওই নথির তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশির বিষয়ে দেশটির কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ দূতাবাস বা কনস্যুলেটকে আগে থেকে কিছুই জানায়নি। এমনকি তাঁদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পরও আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়নি। চিঠিতে বলা হয়, সৌদির গণমাধ্যমে প্রকাশিত দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতির তথ্য অনুযায়ী, মক্কা অঞ্চলে এই দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পবিত্র মক্কা নগরীর একটি মসজিদের ভেতরে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন করা। এই দুই ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য সৌদির কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করেনি বলে কনস্যুলেটের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

চিঠিতে বলা হয়, সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলখানায় বিভিন্ন অপরাধে আটক বাংলাদেশিদের তথ্য চেয়ে জেদ্দা কনস্যুলেট থেকে সৌদির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই অনুরোধের ভিত্তিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় নজরুল ও সুইটির নাম পাওয়া যায়। তবে তালিকায় তাঁদের শাস্তির বিষয়ে কোনো তথ্য ছিল না। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, তাঁরা সৌদির আল মাজাল নামের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিস্ফুটকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তালিকার তথ্য অনুযায়ী, নজরুলকে ২০২৩ সালের ১ আগস্ট তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগে আটক করা হয়। পরদিন সুইটিকে ব্যভিচারের অভিযোগে আটক করা হয়। নজরুল ছিলেন জেদ্দা সংশোধনগারে। সুইটি ছিলেন জেদ্দা নারী কারাগারে। তালিকায় তাঁদের কারও সাজার বিষয়টি উল্লেখ ছিল না বলে চিঠিতে বলা হয়। সৌদি আরবে তথ্যপ্রযুক্তি বা ব্যভিচারের অভিযোগে আগে কোনো বাংলাদেশিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নজির নেই বলে কনস্যুলেটের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

চিঠিতে বলা হয়, সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চলের কারাগারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের নৈতিকতা-সংক্রান্ত মামলায় ৩০৬ জন বাংলাদেশির আটক থাকার তথ্য তালিকায় আছে। তাঁদের মধ্যে ১৪৭ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা ঘোষিত হয়েছে। সর্বনিম্ন সাজা এক মাসের কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড।

চিঠিতে কনস্যুলেট জানিয়েছে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া দুই বাংলাদেশির পরিবারের পক্ষ থেকে আইনগত সহায়তার জন্য কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি, কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। সৌদির কর্তৃপক্ষও এই দুই বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা এবং তা কার্যকরের বিষয়ে কিছু জানায়নি।

রায়ের কপি ও মামলার বিস্তারিত তথ্য পেতে সৌদির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মক্কা শাখায় একটি কূটনৈতিক নোট পাঠানো হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছে কনস্যুলেট। চিঠিতে বলা হয়, রায়ের কপি পাওয়ার পর বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠানো হবে।

অনৈতিক কাণ্ড কী, কোথায় ঘটেছিলো?

এদিকে তায়েফের হাওয়া দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ আব্দুর রাকিব মাদানির একটি ফেসবুক পোস্টে ঘটনার ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। নিচে ফেসবুক পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো: নজরুল ইসলাম এবং সিথি আক্তার। তারা উভয়ই বিন লাদেন কোম্পানিতে চাকরি করতো এবং তারা উভয়ই মক্কাতে মাকাররামায় মসজিদুল হারামের পরিস্ফুটন কর্মী ছিল, মেয়েটির ভিলা ছিলো বাতহা কুরাইশ আর ছেলেটির ভিলা ছিলো হাইয়্যাল ইসলাম। ভিলা মানে বসবাসের ঘর।

ডিউটি করতে এসে তাদের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যায় এবং তারা মসজিদুল হারামের ৮৫ থেকে ৮৭ নং গেটের মাঝের সিঁড়ির উপরে নির্জন কোঠায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। নজরুল ইসলাম তার এক ইন্ডিয়ান বন্ধুকে পাহারা দেওয়ার জন্য নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। সেই বন্ধুটি এই ঘটনার ভিডিও করে। পরে সে নিজেও এই মেয়েটির সাথে ব্যভিচার করার আগ্রহ প্রকাশ করলে, যখন করতে পারে না বা তারা সম্মতি দেয় না, তখন এটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পাবলিশ করে দেয়।

এরপরে ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। সৌদি প্রশাসন তিনজনকেই ধরতে সক্ষম হয়। ইন্ডিয়ান ছেলের ২০ বছর কারাদণ্ড হয়, সে জেলে আছে এবং বাকি যে দুইজনকে (নজরুল ও সুইটি আক্তার) জেলে রাখা হয়।

নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ থেকে সৌদি আসে ২০২২ সালে নভেম্বরের ১০ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে কোনো একদিন এবং ২০২৩ সালের মে মাসে এই অপকর্ম করে সৌদি প্রশাসনের কাছে ধরা পড়ে। সে কারাগারে ছিলো ২০২৩ এর মে থেকে ২০২৬ সালের এই অক্টোবর পর্যন্ত। বিচারকার্য হয়েছে দীর্ঘ সাড়ে তিন-চার বছর।

এর মাঝে সৌদি সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তার কফিলকে, কোম্পানিকে জানানো। অন্যান্য

দেশের মানুষকে জানানো এটা তাদের দায়িত্ব না।

অনেকেই অভিযোগ করছেন যে, তারা ওমরা করতে গেছিল, চুমু দিয়েছিল- এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা। তারা অবিবাহিত ছিল। কিন্তু অবিবাহিতের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার কারণ আছে। কারণ হচ্ছে এটা মসজিদুল হারাম। এখানে শুধুমাত্র জেনার শাস্তি নয়, এখানে সে মসজিদুল হারামের হরামত, সম্মান নষ্ট করেছে। এর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টের বড় বড় বিচারকরা তাজীর হিসাবে মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত মনে করেছেন সেই শাস্তি দিয়েছেন। যা কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত।

সুইটির সঙ্গে শেষ কথা হয় বাবার

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগের দিন সুইটির সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয় তার পিতার। তবে বিচার বা মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে কিছু জানায়নি সুইটি। সুইটি আক্তারের বাড়ি টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায়। মো. ফজল মিয়া ও জহুরা বেগমের মেয়ে সুইটি। পাঁচ বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন তিনি। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয় সুইটি আক্তারের। সেই সংসার টেকেনি। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন বাবার বাড়িতে। এরপর পরিবারের চাপে আরেকজনকে বিয়ে করেন। কিন্তু স্বামী সৌদি আরবে যাওয়ার পর যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এবং বাবার সংসারের অভাব দূর করতে তিন বছর আগে সৌদি আরবে যান সুইটি আক্তার। সেখানে পরিস্ফুটকর্মীর কাজ করতেন। কিন্তু সৌদি আরবে যাওয়ার মাত্র ছয় মাসের মাথায় তিনি গ্রেপ্তার হন।

তখন সুইটি আক্তার পরিবারকে জানিয়েছিলেন, সৌদি আরবে তার সঙ্গে কাজ করা অন্য নারীরা অবৈধভাবে একটি গাড়ি কিনেছেন। এ ঘটনায় তাদের সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারাগারে থাকলেও মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। কোনো কারণে ফোন দিতে না পারলেও দুশ্চিন্তা করতে নিষেধ করেছিলেন। সর্বশেষ ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে তার কথা হয়। এর দুইদিন পর সুইটি আক্তারের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার খবর পান মা-বাবা।

নজরুলের বাড়িতে শোকের মাতম

নজরুলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের খবর তার পরিবার জানতে পারে টিভি থেকে। ভাইয়ের কাছ থেকে এই খবর শুনে হাট অ্যাটাক করে তাত্ক্ষণিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ফুপু আবেদা বেগম। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যান নজরুলের বাবা ও মা। সাবাদিকরা নজরুলের বাড়িতে গিয়ে তার পিতাকে শয্যাশায়ী অবস্থায় দেখতে পান। নজরুলের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের সুলতানপুর ইউনিয়নের বিরামপুর গ্রামে।

চার সন্তানের মধ্যে সবার বড় ছিলেন নজরুল। ৩ বছর ৩ মাস সৌদির জেলে থাকলেও তার কি অপরাধ সেটি জানতো না পরিবার। মৃত্যুদণ্ড হবে সেটি তো ভাবনার মধ্যেই ছিল না। জেলে থাকাকালীন মাঝেমাঝে মা'কে ফোন দিতো সে। গত রোববারও ফোন দিয়ে মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে নজরুল।

নজরুলের পিতা আবদুল বাছির বলেন, 'প্রশাসন থেকে এ পর্যন্ত আমি কোনো খবর পাইনি। বিদেশ পাঠানোর পর ৬ মাস ডিউটি করছে সুন্দরভাবেই। ৬ মাস পর আর কোনো খবর নেই। এরপর অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ১ মাস পর জানাইছে সে জেলে আছে। কী দোষে জেলে গেছে কইতে পারে না। ৩ বছরের মতো হইয়া গেছে হঠাৎ করে টিভির মধ্যে খবর দেখি। গত রোববার ফোনে কথা হয়েছিল। হে নিজেই জানতো না।'

১৬ বছরে ১৯ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালের পর থেকে ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ১৬ বছরে সৌদি আরবে অন্তত ১৯ বাংলাদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২০১০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১৬ জন, ২০২৪ সালে ১ জন এবং ২০২৬ সালের অক্টোবরে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

রিপ্রিভ ও ইউরোপীয় সৌদি মানবাধিকার সংস্থার যৌথ প্রতিবেদনটি ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। এতে ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই ১২ বছরে দেশটিতে ১ হাজার ২৪৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাদের মধ্যে ১৬ জন ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক। এরপর ২০২৪ সালে সৌদি আরবে ৩৪৫ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তাদের মধ্যে ১৩৮ জন ছিলেন বিদেশি নাগরিক। তাদের মধ্যে ১ জন ছিলেন বাংলাদেশি। আর সর্বশেষ ২০২৬ সালের অক্টোবরে দুই বাংলাদেশি নজরুল ইসলাম আব্দুল বাসির ও সুইটি আক্তার সিথির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।

সৌদি আরবে প্রায় ৩৫ লাখ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিক কাজ করেন। ফলে দেশটিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের এই প্রবণতা বাংলাদেশের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়।

কবে আসবে মরদেহ

ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জেদ্দায় বাংলাদেশ মিশনের কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে,

যে দুজনের শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে তাদের বিষয়ে কোনো তথ্যই এখনো বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে জানায়নি সৌদি কর্তৃপক্ষ।

ফলে ওই দুজনের মরদেহ কোথায় আছে তা কারও জানা নেই। ফলে কবে নাগাদ সেটি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর হবে সেই তথ্যও কেউ জানে না।

ওদিকে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে না জানানোর কারণে ওই দুই বাংলাদেশির পরিবারকেও আনুষ্ঠানিকভাবে দূতাবাসের পক্ষ থেকে কোনো তথ্য দেওয়া বা যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করা হলে দূতাবাস সেই আবেদনের প্রেক্ষাপটে নিহতদের মরদেহ দেশে ফেরত পাঠাতে সহায়তা করে থাকে।

শরীফুল হাসান বলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিবার ও দূতাবাস কারও সাথেই তো সৌদি কর্তৃপক্ষ কোনো যোগাযোগ করেনি। এমনকি ওই দুজন আদৌ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছেন কি-না তাও নিশ্চিত না। তারা তো বিদেশি নাগরিক হিসেবে কনস্যুলার সুবিধার আওতায় দূতাবাসের মাধ্যমে আইনি সহায়তা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সৌদি আরব এক্ষেত্রে সবাইকে অন্ধকারে রেখেছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা

গুজবে সয়লাব সোশ্যাল মিডিয়া

এদিকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুইজনের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে বিলম্ব হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। তার ভাষ্য অনুযায়ী রিয়াদ বিমানবন্দরে হত্যীদের হামলার পর বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকায় এই দেরি হচ্ছে।

একই সময়ে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত সুইটি আক্তারের মা মঙ্গলবার প্রথম আলোর প্রতিবেদনকে বলেছেন, “আমার মাইয়ার লাশ আইনা দাও, আমি ওরে দেহুম।”

অর্থাৎ এটি শতভাগ নিশ্চিত এখনও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দুইজনের লাশ বাংলাদেশ আসেনি। অথচ বাংলাদেশে সোশ্যাল মিডিয়ায় গত কয়েকদিন ধরে লাশবাহী গাড়ি থেকে দুই কফিন নামানোর ভিডিও কিংবা আরবের কোনো মরুভূমিতে বোরকা পরিহিত এক নারীর শিরশ্ছেদের দৃশ্য ছড়িয়ে এগুলোকে সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে জুড়ে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। এসব কনটেন্ট পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট বলে প্রতিয়মান হয়েছে। তাই গুজব রটনাকারী ফেসবুক পেইজ ও ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেতন মহল সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন?

চেহারা দেখেই পার হওয়া যাবে

প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে বর্ডার ফোর্সের কর্মকর্তার কাছেও যেতে হবে।

সরকারি তালিকায় ইস্ট মিডল্যান্ডসসহ মোট ১৩টি বিমানবন্দর রয়েছে। বাকি ১২টি হলো বার্মিংহাম, ব্রিস্টল, কার্ডিফ, এডিনবরা, গ্যাটউইক, গ্লাসগো, হিথ্রো, লন্ডন সিটি, লুটন, ম্যানচেস্টার, নিউকাসল ও স্ট্যানস্টেড। অর্থাৎ একটি বিমানবন্দরে গুরু হওয়া ব্যবস্থা আরও ১২টিতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্ডার ফোর্স জানিয়েছে, ধাপে ধাপে প্রযুক্তি চালু করে ২০২৭ সালের শুরু দিকে বিমানবন্দরগুলোর সব ই গেট হালনাগাদ করার লক্ষ্য রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বর্তমানে ই গেট ব্যবহারের যোগ্য অন্য দেশের নাগরিকদেরও এই সুবিধার আওতায় আনা হবে। নতুন প্রযুক্তির কারণে ই গেট ব্যবহারের বিদ্যমান যোগ্যতা পরিবর্তন হচ্ছে না।

প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমাডেউসও ১৯ অক্টোবর জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের ১৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পরিবর্তন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির বক্তব্য অনুযায়ী, প্রথম ধাপে ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য চালুর পর পর্যায়েক্রমে যোগ্য বিদেশি নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ব্রিটিশ সরকারের দাবি, পরীক্ষায় নতুন ব্যবস্থাটি পাসপোর্ট রিডারে রেখে ই গেট ব্যবহারের তুলনায় সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ দ্রুত কাজ করেছে। তবে অভিযাসন ও নিরাপত্তার সব পরীক্ষা বহাল থাকবে। ই গেটগুলোও বর্ডার ফোর্সের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

বিমানের কার্পেটের নিচে জীবন্ত

মঙ্গলবার জানায়, প্রায় ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা সাপটি বিমানটির কার্পেটের নিচে ছিল।

সোমবার দুপুর ১টার দিকে ফুকুওকা বিমানবন্দরে বিমানটির এক মেকানিক সাপটি দেখতে পান। বিশেষজ্ঞরা সাপটিকে জাপানি ডোরাকাটা সাপের বাচ্চা হিসেবে শনাক্ত করেন। পরে সেটিকে উদ্ধার করা হয়। তবে কীভাবে সাপটি বিমানের ভেতরে প্রবেশ করেছে, তা এখনো জানা যায়নি বলে জানিয়েছে জেএসি। প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, এ ধরনের ঘটনা তাদের ক্ষেত্রে আগে কখনো ঘটেনি।

বিমানটি সোমবার শিমানো প্রিফেকচারের ইজুমো বিমানবন্দর থেকে ফুকুওকায় আসে।



QR কোড স্ক্যান করুন

আপনার কাছাকাছি মসজিদে পরবর্তী জামা'আত কখন?

 টাওয়ার হ্যামলেটসের নিকটবর্তী মসজিদগুলোর নামাজের সময় সঙ্গে সঙ্গে জানে নিন

 সব মসজিদের লাইভ জামা'আতের সময় ও নামাজের পূর্ণ সময়সূচি দেখুন

 টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নোটিফিকেশন জেনে নিন



COUNCIL of MOSQUES




এখনই আমাদের ফ্রি অ্যাপ ডাউনলোড করুন!

ইতিহাস গড়লেন সাগাল আবদি

পার্টির প্রার্থী সাগাল আবদি-ওয়ালি। এর মধ্য দিয়ে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের ছেড়ে যাওয়া আসনের নতুন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই জয় লেবার পার্টির জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সরকারি নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী, সাগাল আবদি-ওয়ালি পেয়েছেন ১২ হাজার ২৯২ ভোট। অন্যদিকে গ্রিন পার্টির নেতা জ্যাক পোলানস্কি পেয়েছেন ৮ হাজার ৯২৮ ভোট। ফলে ৩ হাজার ৩৬৪ ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন লেবার পার্টির এই প্রার্থী।

উপনির্বাচনে মোট ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। লেবার ও গ্রিন পার্টির পর তৃতীয় অবস্থানে ছিল কনজারভেটিভ পার্টি। দলটির প্রার্থী ইওয়ান ক্যামেরন পেয়েছেন ১ হাজার ৯২২ ভোট। অন্যদিকে রিফর্ম ইউকের প্রার্থী পেয়েছেন ১ হাজার ৬১২ ভোট।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের পদত্যাগের পর শূন্য হওয়া এই আসনে জয়ী হয়ে সাগাল আবদি-ওয়ালি নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি লেবার পার্টির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

লেবার পার্টি থেকে সাগাল আবদি-ওয়ালি মনোনয়ন পাওয়ার পর তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় স্থানীয় লেবার পার্টির নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সোমালীয় কমিউনিটির



সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এমনকি বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দও দলীয় পরিচয় ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে একজন মুসলিম প্রার্থীকে বিজয়ী করতে নিরলসভাবে কাজ করেন। বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর দেওয়া বক্তব্যেও সাগাল আবদি-ওয়ালি কমিউনিটির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এবং যুক্তরাজ্যের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি স্মরণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক যাত্রায় স্থানীয় কমিউনিটির অবদান ও সমর্থনের গুরুত্ব



বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সোমালিয়ায় জন্ম নেওয়া সাগাল আবদি-ওয়ালি শৈশবে শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাজ্যে এলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। মানুষের সঙ্গে কাজ করা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের আগ্রহ থেকেই

ধীরে ধীরে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়।

২০১৫ সালে তিনি লেবার পার্টিতে যোগ দেন। এরপর লন্ডনের ক্যামডেন এলাকায় স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ, কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান তৈরি করেন। ২০২২ সালে স্থানীয় নির্বাচনে ক্যামডেন স্কয়ার এলাকা থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন সাগাল আবদি-ওয়ালি। পরবর্তী সময়ে তিনি কাউন্সিলের ক্যাবিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে কাউন্সিল লিডার হিসেবে স্থানীয় লেবার পার্টিকে নেতৃত্ব দেন।

সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সাগাল আবদি-ওয়ালির রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। তবে এই বিজয়ের পাশাপাশি তাঁর সামনে রয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

বর্ণবাদ, বিদ্বেষ এবং বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যে সাগাল আবদি-ওয়ালির জয় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা বহন করছে। তবে নির্বাচনে পাওয়া জনসমর্থনকে বাস্তব সাফল্যে রূপান্তর করা, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটানো এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করাই হবে তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

লন্ডনে ৯০টিরও বেশি স্কুল বন্ধ

ইতিমধ্যে ১৫ শতাংশ কমেছে। ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০ শিক্ষাবর্ষের মধ্যে এই সংখ্যা আরও ১৪ শতাংশ কমতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পার্শ্ববর্তী আইলিংটনে শিক্ষার্থী কমার হার ইংল্যান্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ হতে পারে, প্রায় ২২ শতাংশ।

আইলিংটন কাউন্সিলের নেতা উনা ও'হ্যালোরান বলেন, “এমন একটি প্রজন্ম আসছে, যারা হয়তো সন্তানই নেবে না, অথবা নিলেও কেবল একটি সন্তান নেবে। এটা সত্যিই দুঃখজনক। এই শহরে শিশুদের প্রয়োজন।”

শিক্ষার্থী কমা় বিকল্প ব্যবহারে স্কুল ভবন : শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় স্কুল বন্ধ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারকে সহায়তার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহৃত ভবনগুলো অন্য কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে স্থানীয় কাউন্সিলগুলো। এসব ভবনের কয়েকটিতে ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

গত দুই বছরে শুধু হ্যাকনিতেই আটটি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। গ্রিন পার্টি পরিচালিত হ্যাকনি কাউন্সিলের শিশুবিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ সদস্য সোরায়া আদেজারে বলেন, স্কুল ভবনগুলো শিশুদের শিক্ষাদানের পরিবর্তে গৃহহীন মানুষের আবাসনে পরিণত হওয়া কিছুটা হতাশাজনক। তবে এর ফলে গৃহহীন পরিবারগুলো অন্তত নিজেদের পরিচিত এলাকায় থাকার সুযোগ পাবে।

স্কুল ভবনগুলোকে বিকল্প কাজে ব্যবহারের প্রক্রিয়া সহজ নয়। বর্তমানে এসব ভবনের ব্যবহার পরিবর্তন করতে স্থানীয় কাউন্সিলগুলোকে সরকারের অনুমতি নিতে হয়।

আইলিংটন কাউন্সিলের নেতা ও'হ্যালোরানের মতে, অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কঠিন ও ধীরগতির। তাঁর অভিযোগ, সরকারি স্কুলগুলোর প্রায় অর্ধেক কাউন্সিলের অধীনে পরিচালিত হলেও একাডেমি স্কুলগুলো শিক্ষার্থী টেনে নিয়ে অন্য স্কুলগুলোকে বন্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কি না, তা নিয়ন্ত্রণের মতো যথেষ্ট ক্ষমতা কাউন্সিলগুলোর হাতে নেই।

একাডেমি স্কুলগুলো সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হলেও প্রচলিত কাউন্সিল পরিচালিত স্কুলের তুলনায় ভর্তি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। একাডেমি ব্যবস্থার বিস্তারের ফলে অন্যান্য স্কুল টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়তে পারে বলে উদ্বেগ জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলো।

শিক্ষানীতিতে পরিবর্তনের উদ্যোগ:

শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার প্রভাব মোকাবিলায় ইংল্যান্ডের শিক্ষানীতিতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সম্প্রতি পাস হওয়া শিশু কল্যাণ ও বিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, একাডেমি স্কুলগুলোর স্বায়ত্তশাসন সীমিত করতে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে একাডেমি স্কুলের সম্প্রসারণের প্রস্তাবে আপত্তি জানানোর ক্ষমতা স্থানীয় কাউন্সিলগুলোকে দেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে।

জন্মহার কমে যাওয়ার উদ্বেগ থেকেই এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন লেবার পার্টির এক নেতা। তবে সরকারের এই উদ্যোগের কারণে অভিযোগ উঠেছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেরারের সময় থেকে একাডেমি স্কুলগুলোর প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে সমর্থন ছিল, সরকার সেখান থেকে সরে আসছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার প্রভাব শিগগিরই মাধ্যমিক পর্যায়েও পড়তে পারে। ইংল্যান্ডে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০২৬ সাল পর্যন্ত বাড়লেও আগামী বছর থেকে তা কমতে শুরু করার পূর্বাভাস রয়েছে।

ভবিষ্যতে আবার প্রয়োজন হতে পারে স্কুল:

ভবিষ্যতে জন্মহার বাড়লে আবার স্কুল ভবনের প্রয়োজন হতে পারে, এমন আশঙ্কায় কাউন্সিলগুলো আপাতত খালি ভবনগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে না। তবে জনসংখ্যা ও শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার প্রবণতা থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

২০১২ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে প্রজনন হার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে নারীপ্রতি ১ দশমিক ৩৯ সন্তানে দাঁড়িয়েছে। জন্মহার হ্রাসের এই প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে স্কুলের চাহিদা ও স্থানীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে।

তবে শিক্ষার্থী কমে যাওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থান এখনো শক্তিশালী। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন অনুযায়ী, ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের শীর্ষ ১০টির মধ্যে রয়েছে।

ফের চালু হচ্ছে ডিভি লটারি

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ২৯ অক্টোবরের মধ্যে ডিভি লটারির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবেদন গ্রহণের জন্য নির্ধারিত পোর্টাল চালুর তারিখ ১ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। নিবন্ধন কার্যক্রম অন্তত ৩০ দিন চালু রাখার কথা রয়েছে। এ ছাড়া ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচিত আবেদনকারীদের বিষয়ে নোটিশ দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশিরা কি আবেদন করতে পারবেন?

এবারের ডিভি লটারিতে বাংলাদেশ অংশ নিতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত জানায়নি যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আগামী ২৯ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০১২ সাল থেকে বাংলাদেশিরা যুক্তরাজ্যের ডিভি লটারিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৫০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি

অভিবাসী যাওয়ায় দেশটি ডিভি কর্মসূচির জন্য অযোগ্য হয়ে পড়ে। মূলত যেসব দেশ থেকে যুক্তরাজ্যে তুলনামূলক কমসংখ্যক অভিবাসী যান, সেসব দেশের নাগরিকদের অভিবাসনের সুযোগ বাড়তেই এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

আবেদনের আগে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে

আদালতের রায়ে আবেদনকারীদের যোগ্যতার শর্ত, সঠিক ওয়েবসাইটের ঠিকানা এবং আবেদনপদ্ধতি সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি, ডিভি লটারিতে নির্বাচিত করে দেওয়ার নিশ্চয়তা কিংবা অর্থের বিনিময়ে গ্রিন কার্ড পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো প্রতারণাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। ডিভি লটারির আবেদন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যুক্তরাজ্য সরকারের নির্ধারিত অফিসিয়াল পোর্টালের মাধ্যমে করতে হয়। তাই আবেদন করার আগে সরকারি নির্দেশনা যাচাই করা জরুরি।

সাড়ে ৯ লাখ তরুণকে কাজে

হয়েছে।

সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যালোচক অ্যালান মিলবার্ন বলেছেন, তরুণদের কল্যাণমূলক ভাতা ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তাঁর মতে, কাজের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি তরুণদের কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে বর্তমান ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করতে হবে। আগামী নভেম্বরে এ বিষয়ে সরকারের চূড়ান্ত নীতি ঘোষণার কথা রয়েছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সী প্রায় ৯ লাখ ৬০ হাজার তরুণ বর্তমানে পড়াশোনা, চাকরি কিংবা কোনো প্রশিক্ষণে যুক্ত নন। ইংরেজিতে এই অবস্থাকে ‘নিট’ বলা হয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৩০-এর দশকের শুরু দিকে এই সংখ্যা বেড়ে সাড়ে ১২ লাখে পৌছাতে পারে।

মিলবার্ন সতর্ক করে বলেছেন, ২৪ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪৫ শতাংশ কখনো কোনো কাজ করেননি। দীর্ঘদিন কর্মজগতের বাইরে থাকলে তাঁদের চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ আরও সীমিত হয়ে পড়তে পারে।

যুক্তরাজ্যের কর্ম ও পেনশনবিষয়ক বিভাগ তরুণদের জন্য স্বাস্থ্য খাতসংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সাল ফ্রেন্ডিটে বছরে প্রায় ৮০ কোটি পাউন্ড এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভাতা বা পিআইপিতে বছরে প্রায় ৩২০ কোটি পাউন্ড ব্যয় করে। মিলবার্নের হিসাবে, তরুণদের কর্মসংস্থানে প্রতি এক পাউন্ড ব্যয়ের বিপরীতে ভাতার পেছনে ২৫ পাউন্ড খরচ হচ্ছে।

তাঁর মতে, কাজ না করেও মাসে প্রায় ২ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত ভাতা পাওয়ার সুযোগ কিছু তরুণকে চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এ কারণে ভাতা ব্যবস্থার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচিগুলোও নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

তবে কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী স্টিফেন টিমস জানিয়েছেন, জটিল ও স্থায়ী প্রতিবন্ধকতায় ভোগা তরুণদের প্রস্তাবিত ভাতা কাটছাঁটের আওতার বাইরে রাখা হবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভাতার ক্ষেত্রেও কঠোর আর্থিক যাচাই আরোপ না করার বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন।

একই সঙ্গে সরকারের ‘ইয়ুথ গ্যারান্টি’ ও ‘পাথওয়েজ টু ওয়ার্ক’ কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অধিকারকর্মীরা সতর্ক করেছেন, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না করে ভাতা কমানো হলে তরুণদের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা বাড়তে পারে। এতে কেউ কেউ গুরুতর আর্থিক সংকটে পড়ে গৃহহীন হওয়ার ঝুঁকিতেও পড়তে পারেন।

ফলে ভাতা সংস্কারের পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্য এবং আর্থিকভাবে ঝুঁকিতে থাকা তরুণদের সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নভেম্বরে সরকারের চূড়ান্ত নীতি ঘোষণার পর এ নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক আরও জোরালো হতে পারে।

শীতকালে ৩০০ পাউন্ড ভাতা

জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে যাদের বার্ষিক আয় ৩৫ হাজার পাউন্ডের বেশি, তাদের প্রাপ্ত এই অর্থ কর হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেবে এইচএমআরসি।

সাধারণত অধিকাংশ পেনশনধারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আগামী মাস থেকেই এই সহায়তার অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হতে শুরু করবে। তবে যারা আগে কখনো এই ভাতা পাননি কিংবা গত ভাতার পর স্টেট পেনশন স্থগিত রেখেছেন, তাদেরকে ডিভর্সিউপির ০৮০০ ৭৩১ ০১৬০ নম্বরে ফোন করে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার সময় ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং ২০২৬ সালের ২১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বরের কোয়ালিফাইং সপ্তাহের বসবাসের পরিস্থিতি জানাতে হবে। দ্য সোলার কোম্পানির হোম এনার্জি বিশেষজ্ঞ জর্জ পেনি পেনশনধারীদের দ্রুত যোগ্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে প্রায় ১ লাখ ৫৪ হাজার প্রবীণ রয়েছেন যারা স্টেট পেনশন স্থগিত রেখেছেন এবং তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে টাকা না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানান, অনেকেই হয়তো জানেন না যে তারা ভাতার যোগ্য, তাই অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তি এড়াতে আগেই বিস্তারিত জেনে নিয়ে যোগাযোগ করা উচিত।

ডিভর্সিউপির নীতিমালা অনুযায়ী, একা বসবাসকারী যোগ্য পেনশনধারীদের মধ্যে যাদের জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬০ সালের ২৭ জুনের মধ্যে, তারা পাবেন ২০০ পাউন্ড। অন্যদিকে যাদের জন্ম ১৯৪৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের আগে, তারা সর্বোচ্চ ৩০০ পাউন্ড পর্যন্ত সহায়তা পাবেন। তবে যোগ্য অন্য কারও সঙ্গে বসবাস করলে এই সহায়তার পরিমাণে কিছুটা তারতম্য হতে পারে।



STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT



দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার

■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

বিমানের কার্পেটের নিচে জীবন্ত সাপ

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ :
জাপানের ফুকুওকা বিমানবন্দরে একটি
বিমানের কার্পেটের নিচে থেকে জীবন্ত
সাপ উদ্ধারের ঘটনায় বাতিল করা হয়েছে
একটি ফ্লাইট।

সোমবার (১৯ অক্টোবর) বিমানটি
উড্ডয়নের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় সাপটি

দেখতে পান সংশ্লিষ্টরা। পরে সেটিকে
বিষহীন জাপানি ডোরাকাটা সাপ হিসেবে
শনাক্ত করেন বিশেষজ্ঞরা। খবর দ্যা
জাপান ডেইলির।

জাপান এয়ারলাইনসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান
জাপান এয়ার কমিউটার কোম্পানি
(জেএসি) -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সৌদিকে রক্ষায় যুদ্ধবিমান মোতায়েন করছে যুক্তরাজ্য

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬:
ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক
ক্ষিপণাত্মক ও ড্রোন হামলা থেকে সৌদি
আরবকে রক্ষা করতে যুদ্ধবিমান পাঠানোর
ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। ব্রিটিশ
প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহার্ডের অনুমোদনে
রয়্যাল এয়ার ফোর্সের (আরএএফ)
শক্তিশালী 'টাইফুন' যুদ্ধবিমানগুলো
সৌদির আকাশ সুরক্ষায় কাজ করবে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং
জানিয়েছেন, এই বিমানগুলো কেবল
প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করবে এবং
হুথিদের ওপর সরাসরি কোনো আক্রমণ
চালাবে না। মূলত সৌদি আরবের বড়
বড় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো রক্ষা



করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এছাড়া সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের
জন্য একটি পরিবহন বিমান এবং কিছু
সামরিক উপদেষ্টা পাঠানোর পাশাপাশি
সৌদি যুদ্ধবিমানের জন্য আকাশে

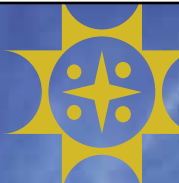
জ্বালানি সরবরাহের মেয়াদ আরও ৯০
দিন বাড়িয়ে দিয়েছে যুক্তরাজ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে সৌদির রাজধানী রিয়াদ
ও উপকূলীয় জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে
হুথিদের হামলা মারাত্মকভাবে বেড়ে
গেছে। বিশেষ করে গত ১০ অক্টোবর
রিয়াদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি
ক্ষিপণাত্মক হামলায় ১৩ জন নিহত
ও তিন শতাধিক মানুষ আহত হন।
মূলত মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত যাতে
আন্তর্জাতিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে
বিস্ত্রিত করতে না পারে এবং মিত্রদের
নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, সে জন্যই এই বড়
সামরিক পদক্ষেপ নিয়েছে লন্ডন। সূত্র:
বিবিসি

স্ত্রীর খোঁজে ১৫ বছর ধরে সাগরে ডুব দিচ্ছেন স্বামী

দেশ ডেস্ক, ২৩ অক্টোবর ২০২৬
: ২০১১ সালের ভয়াবহ সুনামিতে
নিখোঁজ হন স্ত্রী ইউকো। এরপর
কেটে গেছে ১৫ বছর। কিন্তু স্ত্রীকে
ফিরে পাওয়ার আশা পুরোপুরি
ছাড়তে পারেননি জাপানের
ইয়াসুও তাকামাতসু। প্রতি মাসে
দুবার সাগরে ডুব দেন তিনি। তার
বিশ্বাস, -- ২১ নং পৃষ্ঠা ...





SonaliPay
www.sonalipay.co.uk

SEND MONEY

TO BANGLADESH

WITH ZERO TRANSFER FEES

A subsidiary of Sonali Bank PLC.

DOWNLOAD OUR APP




GET IT ON Google Play | Download on the App Store

To Register Visit:
www.sonalipay.co.uk
Phone: 02078778222

Terms & Conditions Apply
© All Right Reserved. SONALIPAY UK LTD